NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

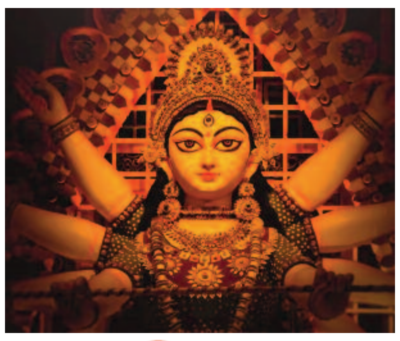

৪ ‘সমন্বয় ও শান্তি’-র প্রতীক শক্তিস্বরূপিণি মা দুর্গা

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জোড়া বদলের সম্ভাবনা ৭

কলকাতা ৯ অক্টোবর ২০২৪ ২২ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 9.10.2024, Vol.18, Issue No. 121 8 Pages, Price 3.00

আজ বোধন

প্রত্যেকবারের মতো এবারেও অটুট বাগবাজার সার্বজনীনের সাবেকিয়ানা।—ছবি অদিতি সাহা

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে সমর্থন

আরজি করের ৫০ জন সিনিয়রের গণইস্তফা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর আন্দোলনে নাটকীয় মোড়। ধর্মতলায় ১০ দফা দাবিতে সাত জন জুনিয়র ডাক্তার অনশন করছেন। তাঁদের এই আন্দোলনের সমর্থনে মঙ্গলবার গণইস্তফা দিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তারেরা। এই পদক্ষেপের পর সিনিয়র ডাক্তারদের ‘গার্ড অফ অনার’ দিতে দেখা গিয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের।

রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে গণইস্তফা দিয়েছেন আরজি করের সিনিয়র ডাক্তারেরা। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে দেওয়া চিঠিতে তাঁদের দাবি, আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়ার ব্যাপারে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করুক। আরজি করের এক সিনিয়র চিকিৎসক বলেন, ‘আমরণ অনশন হল একেবারে শেষ অস্ত্র। বাধ্য হয়েই জুনিয়র চিকিৎসকেরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ আড়াই দিন হয়ে গেল ওঁরা অনশন করছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সরকারের তরফে কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। আমরা চাই সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করুক। এখন আমরা গণইস্তফা দিলাম। এর পর আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ইস্তফার পথেও হাঁটব।’ গত শনিবার থেকে ধর্মতলায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে আমরণ অনশনে বসেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁদের দাবিদাওয়া যাতে দ্রুত মেনে নেয় সরকার, সেই দাবিতে গণইস্তফা দিলেন ৫০ জন সিনিয়র ডাক্তার। কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেই গত শনিবার অনশনে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। কিন্তু সিনিয়র ডাক্তারেরা এ বার গণইস্তফা দেওয়ায় পুজোর মধ্যে আরজি করের চিকিৎসা পরিষেবা অংশত বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সোমবারই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সাংবাদিক বৈঠক করে জুনিয়র ডাক্তারদের কাছে অনশন তুলে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন, আগামী ১০ তারিখের মধ্যে রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির ৯০ শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হয়ে যাবে। মুখ্যসচিব কোনও মাসের উল্লেখ করেননি। তবে কাজের অগ্রগতির হার নিয়ে মুখ্যসচিব যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে মনে করা হচ্ছে, আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হওয়ার কথা বলেছেন তিনি। ঘটনাচক্রে, মুখ্যসচিবের সেই আশ্বাসের পরের দিনই গণইস্তফার সিদ্ধান্ত নিলেন আরজি করের সিনিয়র ডাক্তারেরা। সরকারের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে আশ্বাস দিলেও জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যান্য দাবিদাওয়া নিয়ে কিছু বলেননি। সরকার যাতে বাকি দাবিগুলি নিয়েও কথা বলে, সেই কারণেই গণইস্তফার সিদ্ধান্ত বলে সূত্রের খবর।

‘আমি কিছুই করিনি, কিছুই জানি না...’

আদালতে দাবি আরজি কর কাণ্ডের প্রধান অভিযুক্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি কিছু করেননি। তিনি কিছুই জানেন না। আরজি করে ধর্ষণ এবং খুনের মামলার চার্জশিটের প্রতিলিপি পাওয়ার পর এমনটাই দাবি করেছেন ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া মূল অভিযুক্ত। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক-পড়ুয়া খুনের ঘটনায় সোমবারই আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেই চার্জশিটের প্রতিলিপি মঙ্গলবার মূল অভিযুক্তকে দেওয়া হয়। সরকারি আইনজীবীর কাছ থেকে সই করে নেওয়া সেই প্রতিলিপি দেখে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার দাবি করেন, তিনি কিছু করেননি। তিনি কিছু জানেন না। মঙ্গলবার ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে শিয়ালদহ আদালতে হাজির করানো হয়। এজলাসে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘আমি কিছু বলতে চাই।’ এর পরেই তাঁকে কাঠগড়ায় আনা হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘আমি কিছু বলতে চাই। আগের দিনও বলতে পারিনি। কিছু বলতে না পারলে তো সব দোষ আমার উপর পড়বে।’ বিচারক তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘আপনার যা বলার, সব বলতে পারবেন।’ অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার তখন বলেন, ‘হুজুর, আমি কিছু করিনি। ঘটনার বিষয়ে কিছু জানি না।’ এর পরে ধৃতকে অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা বিচারকের কাছে আনা হয়।

পরবর্তী শুনানিগুলি যাতে ‘ইন-ক্যামেরা’ (একান্তে, সর্বসমক্ষে নয়) হয়, সিবিআইয়ের আইনজীবী সেই দাবি তুলেছেন। ধৃতের আইনজীবীর দাবি, সিবিআইয়ের চার্জশিটে বেশ কিছু ছবির কথা বলা হয়েছে। সেগুলি এখনও হাতে পাননি তাঁরা। সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, কিছু ছবি তাঁরা পরে দেবেন। আর কিছু ছবির ফরেন্সিক পরীক্ষা চলছে। ধৃতের আইনজীবী আদালতে দাবি করেছেন, তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে চান। বিচারক এই নিয়ে লিখিত আবেদন জানাতে বলেছেন।

পদার্থবিদ্যায় নোবেল

নিউ ইয়র্ক, ৮ অক্টোবর: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণার পুরস্কার পেলেন দুই বিজ্ঞানী। ২০২৪-এ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন জন হোপফিল্ড ও জিওফ্রে হিন্টন। মঙ্গলবার রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স জানিয়েছে, কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক-সহ মেশিন লার্নিংয়ের মৌলিক আবিষ্কারের জন্য চলতি বছরে পদার্থবিদ্যায় নোবেল দেওয়া হচ্ছে হোপফিল্ড ও হিন্টনকে। ব্রিটিশ-কানাডিয়ান হিন্টন ‘এআই-এর গডফাদার’ হিসেবে পরিচিত। হোপফিল্ড আমেরিকার বাসিন্দা। বর্তমানে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত তিনি।

হরিয়ানায় হ্যাটট্রিক বিজেপির, কাশ্মীর জিতল ‘ইন্ডিয়া’

চণ্ডীগড় ও শ্রীনগর: হরিয়ানায় হ্যাটট্রিকের পথে বিজেপি। বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল এবারের ভোটে আরামদায়ক জয় পেতে চলেছে কংগ্রেস। ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর, প্রাথমিক প্রবণতাও সেই দিকেই ইঙ্গিত করছিল। কিন্তু, হঠাৎ করেই বদলে গিয়েছে পরিস্থিতি। বেলা যত গড়িয়েছে, ততই ফলাফল ঢলে পড়েছে বিজেপির দিকে। অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপিকে পিছনে ফেলেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস ও সিপিআইএম-এর জোট। বুথ ফেরত সমীক্ষায়, জম্মু ও কাশ্মীরে ত্রিশঙ্কু ফল হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত ফলাফলের যা প্রবণতা, তাতে জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার গঠন করতে চলেছে ইন্ডিয়া জোটই। ৯০ আসনের হরিয়ানা বিধানসভায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিজেপি জিতেছে বা এগিয়ে রয়েছে ৫০ আসনে। আর কংগ্রেস জিতেছে বা এগিয়ে ৩৪ আসনে। এবার লোকদল বা জেজেপি-র মতো আঞ্চলিক দলগুলিও প্রায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। লোকদল এগিয়ে রয়েছে ২ আসনে। মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি জানিয়ে দিয়েছেন, তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করবে বিজেপিই। তবে, ভুপিন্দর সিং হুডা এবং কুমারী শৈলজার মতো বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতারা এখনও আশায় আছেন, হাত শিবির ৬০টিরও বেশি আসন জিতবে এবং সরকার গঠন করবে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে অর্জুন সিংকে সরাবার পরিকল্পনা ছিল

বিস্ফোরক দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা-গুলির ঘটনার পর মঙ্গলবার বিকেলে জগদ্দলের মজদুর ভবনে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রাক্তন সাংসদের বাড়ি মজদুর ভবন লাগোয়া পুজো মন্ডপে গিয়ে দেবী দশভুজাকে তিনি প্রণাম করেন। এরপর মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, শিল্পাঞ্চলে পার্থ ভৌমিক, সোমনাথ শ্যামরা পুলিশকে সামনে রেখে করে খাচ্ছে এবং গুন্ডাগিরি করছে। তাঁরা মনে করেন, পথের কাঁটা অর্জুন সিং। ওরা এটাও জানেন, ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তারা অনৈতিকভাবে জিতেছে। এখানে মানুষের জনমতের প্রতিফলন হয়নি। তাই ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অর্জুন সিং-কে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। শুভেন্দু আরও বলেন, তৃণমূলের প্রথম সারির নেতারা যারা ক্ষমতা ভোগ করছেন। তাদের পথের কাঁটা অর্জুন সিং। তৃণমূলে থাকাকালীন লবিবাজি করে অর্জুন সিংকে কোণঠাসা করে রাখা হত। এখন একদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি, অন্যদিকে ব্যক্তি অর্জুন তৃণমূল নেতাদের পথের কাঁটা। তাঁর বক্তব্য, পার্থ ভৌমিক কিংবা সোমনাথ শ্যামদের অতীতে কোনও ভূমিকা ছিল না। এখন ওরা পুলিশকে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর ক্ষমতা দেখাচ্ছেন। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন হলেই পুলিশের মেরুদণ্ড সোজা হবে। বিহার, উত্তরপ্রদেশে আগে জঙ্গলের রাজত্ব ছিল। বিজেপি ক্ষমতায় এসে জঙ্গলের রাজত্ব খতম করেছে। এখন বিহার, উত্তরপ্রদেশে পুলিশ মেরুদণ্ড সোজা রেখে কাজ করছে। তিনি বলেন, বাংলা থেকে জঞ্জাল অপসারণ করতে হলে বিধানসভা নির্বাচনে সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক ও অধ্যাপকদের গণ ইস্তফা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, চিকিৎসকরা মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন। কিন্তু সেই বৈঠকে কি চুক্তি হয়েছিল, সেটা তাদের জানা নেই। তাঁর কথায়, চিকিৎসকরা অরাজনৈতিকভাবে আন্দোলন করছেন। তাদের দাবিগুলো ন্যায় সংগত। বৈঠকে সরকার পক্ষের তরফে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তা পূরণ করা দরকার। কিন্তু যেভাবে গণইস্তফা শুরু হয়েছে, তাতে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এদিন তিনি জানান, গত ২৮ অগস্ট প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর আক্রমণের ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে গিয়েছে। সাংবাদিক বৈঠক শেষে এদিন শুভেন্দু মজদুর ভবনে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে হাজির ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, বিধায়ক পবন কুমার সিং, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি প্রমুখ।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লি বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন মিঠুন চক্রবর্তী। পুরস্কার নেওয়ার সময় তিনি কিছুটা আবেগপ্রবণও হয়ে পড়েন।

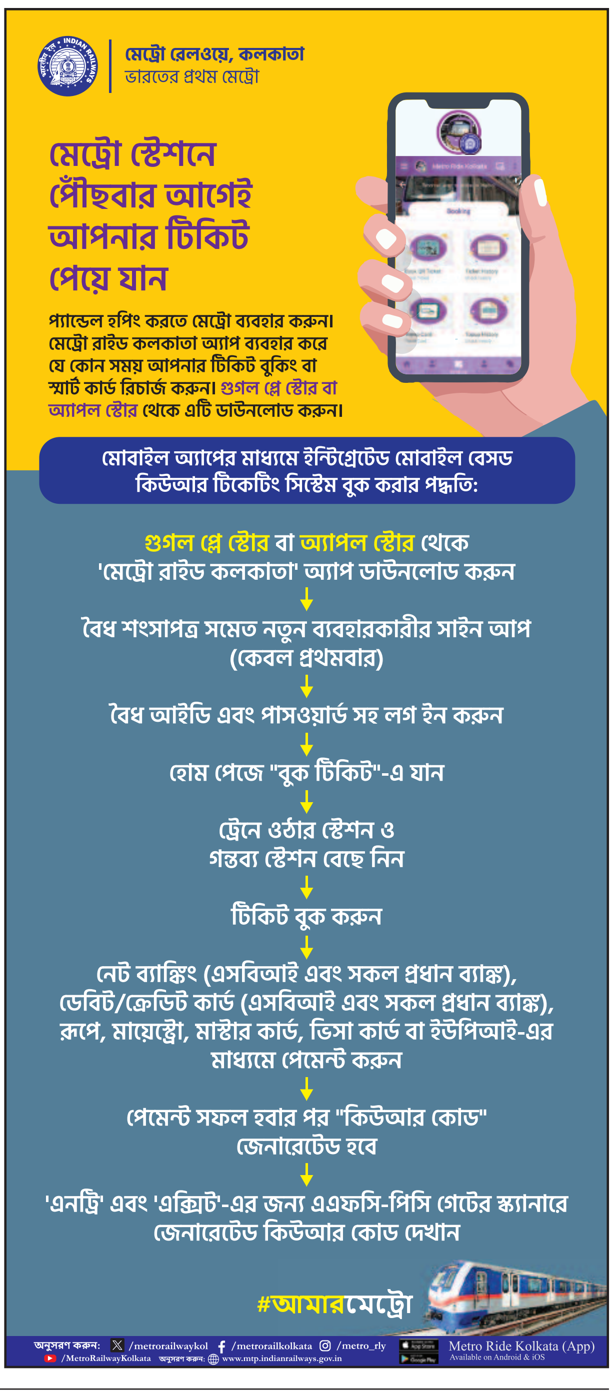

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/১০/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৪১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Shajahan Mondal (old name) S/o. Md Mahasin Mandal R/o. Vill & P.O. Sinhet, P.S. Dadpur, Dist. Hooghly-712305, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Sajahan Mandal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shajahan Mondal & Sk Sajahan Mandal S/o. Md Mahasin Mandal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sekh Kalam Mondal.

নাম-পদবী

গত ০৭/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭০০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Kalam Mondal (old name) S/o. Sk Sajahan Mandal R/o. Vill & P.O. Sinhet, P.S. Dadpur, Dist. Hooghly-712305, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Kalam Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Kalam Mondal & Sekh Kalam Mondal S/o. Sk Sajahan Mandal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৯ ই অক্টোবর, ২২ শে আশ্বিন। বুধ বার সকাল ৭/৩২ মিনিট পর্যন্ত ষষ্ঠী তিথি, পরে সপ্তমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন।যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখবর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন। মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(আজ ষষ্ঠী সকাল ৭/৩২ মিনিট পর্যন্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি ANINDA BISWAS. আমার পুত্র HIRANGSHU BISWAS এর জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ANINDYA BISWAS হয়ে আছে। বারাসত ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেফিটবলে ANINDA BISWAS ও ANINDYA BISWAS এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, **SWAMI VEDANISHTHANANDA**, am a monk of Ramakrishna Math, Belur ; Headquarters at & P.O. Belur Math, P.S. Bally, District Howrah, West Bengal, Pin 711202, India; have changed my name from Tamal Bhowmik to the mentioned above, for all future purposes, from the day of my Sannyasa Diksha on 17 February, 2010.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মলিনা দেবনাথ স্বামী চন্দন দেবনাথ সাকিম কুমোরপাড়া, সপ্তগ্রাম, থানা মগরা, জেলা হুগলী বিগত ইং- 02/01/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **দিলীপ দেবনাথ** পিতা ৺শ্রীদাম চন্দ্র দেবনাথ সাকিম নমাজগড়, পোঃ এ্যাডকোনগর থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২১-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 08/01/2024 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2329/2024 নং দলিল মূলে **টুম্পা বিশ্বাস** স্বামী অসীম বিশ্বাস সাকিম নমাজগড়, পোঃ এ্যাডকোনগর থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২১ মহাশয়াকে 10 কাঠা বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা নমাজগড়, জে.এল. 51, হাল এল. আর 401 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 116 দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 3.40 একরের মধ্যে 1.30 একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **টুম্পা বিশ্বাস** স্বামী অসীম বিশ্বাস উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

Declaration

I, RAJIA KHATOON W/O Abdul Sattar residing at 46, Dr. Sudhir Basu Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata - 700023 do hereby declare vide affidavit No. 65839 dated 07.10.2024 filed in the court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore that Ziaul Hossain is my Son who is having an Indian International Passport Vide P.P. No. Z3088452 issued on 20.03.2015 to be expired on 19.03.2025. In that passport, my name has been recorded as RAZIA KHATOON in place of my actual name RAJIA KHATOON. RAJIA KHATOON and RAZIA KHATOON is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি বুল্টি চক্রবর্ত্তী, স্বামী অরূপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম- প্রনবানন্দপল্লী কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া আমি I-010201484/2024, 19.04.2024 (ADSR, Bankura) এই কোবালা দলিল মূলে যার আমমোক্তার 262/ 27.06.2019, 323/ 14.08.2019, 41/05.01.2024, 469/ 12.12.2019 (ADSR, Bankura), থানা- বাঁকুড়া, মৌজা- আসনা, জে.এল নং- 224, বর্তমান খতিয়ান নং- 1891, 2534, 343, দাগ নং- 29, 30, 32, 33, দাতার নাম- চন্দনা গরাই, পিতা- জয়দেব গরাই, সুদর্শন গরাই, পিতা- লক্ষ্মীনারায়ন ওর্ফে লক্ষ্মীকান্ত গরাই, অচিন্ত্যময় পাল, মৃদুলা পাল, উভয়ের পিতা পদ্মলোচন পাল, আমমোক্তার দাতা- পরেশ দাস রজক, পিতা স্বর্গীয় ফটিক চন্দ্র দাস রজক, গুনময় দাস, পিতা স্বর্গীয় কমল দাস, জমি ক্রয় করিয়াছি। নামপত্তনের আবেদন করিব। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাগনের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O, Bankura-II এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে।

বুল্টি চক্রবর্ত্তী,
M- 9434115212

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলদ্বয়, নিখিল সিনহা, পিতা ৺বিমল বিহারী সিনহা ও দীপিকা সিনহা, স্বামী নিখিল সিনহা, সাজোয়াল খড়গপুর, শ্রীমতি গীতা বেরা, স্বামী সতীশ চন্দ্র বেরা, , এম এম নগর মেদিনীপুর ৫.২৯ শতক, বাস্তু জমির মৌজা সাজোয়াল জে. এল. নম্বর ৩১২ বর্তমান এল আর দাগ নং. ১১২৮/১২৪৯ হইতে যথাক্রমে ৩ শতক ও ২.২৯ শতক জমিজমা যথাক্রমে দলিল নং. I-০০৩৫৩ ও I- ০০৩৫৪ তাং. ২২.০১.২০০১ ক্রয় করেন। উক্ত জমিটি গীতা বেরা বিশ্ব জননী ওয়েল মিলের পক্ষ থেকে জেনারেল পাওয়ারের মাধ্যমে নিযুক্ত আমক্তারগণ কৃষ্ণ প্রসাদ কুন্ডু, নিখিল রঞ্জন পাল, গোপীনাথ দে আমক্তর নং. IV 26 dt 03 06.94 ADSR Kharagpur হইতে ক্রয় করেন। আমার মক্কেল দ্বয় বর্তমানে খড়গপুর BL & LRO অফিসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত জমিটি যথাক্রমে তাহাদের নিজ নিজ নামে নামপত্তন করিলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। আমার মক্কেলদের উক্ত জমিটিতে ২০০১ সাল হইতে দখলি স্বত্ব বর্তমান।

GANASH MANNA
Advocate
High Court, Calcutta
10, K. S. Roy Road, 1st Floor, Kolkata-700001
WB/776/2003

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

(আমমোক্তার নামা)

১) অজয় কুমার দে পিতা ৺সত্যনারায়ন দে **২) সমীর দেবনাথ** পিতা ৺কৃষ্ণবন্ধু দেবনাথ **৩)অরবিন্দ হালদার** পিতা ৺নরেন হালদার **৪)সঞ্জয় কুমার দে** পিতা ৺সত্যনারায়ন দে **৫)শুভঙ্কর সোম** পিতা ৺বিনয় ভূষন সোম সর্ব সাং আদিসপ্তগ্রাম, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, বিগত ইং 29/11/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10897 নং দলিল বলে আমার মক্কেল **হরিশঙ্কর পাল** পিতা হরিনারায়ন পাল সাং আদিসপ্তগ্রাম, ডিঙ্গলহাট, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 27/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১)I-2100/2024 নং দলিল **মূলে উত্তম পাল** পিতা নগেন পাল মহাশয়কে 03 শতক, ২)I-2101/2024 নং দলিল মূলে **যমুনা সিং** স্বামী হীরা সিং মহাশয়াকে 07 শতক, 3)I-2098/2024 নং দলিল মূলে **পুলক চট্টোপাধ্যায়** পিতা দীপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে 03 শতক, 4)I-2095/2024 নং দলিল মূলে **সঞ্জয় সেন** পিতা ৺শান্তিরঞ্জন সেন ও লিলি সেন স্বামী সঞ্জয় সেন মহাশয়/মহাশয়াকে 18 শতক, 5)I-2096/2024 নং দলিল মূলে **সঞ্জয় সেন** পিতা ৺শান্তিরঞ্জন সেন ও লিলি সেন স্বামী সঞ্জয় সেন মহাশয়/মহাশয়াকে 09 শতক 6)I-2097/2024 নং দলিল মূলে **মৌ দেবনাথ দে** স্বামী অজয় কুমার দে মহাশয়াকে 04 শতক, 7)I-2094/2024 নং দলিল মূলে লিপিকা অধিকারী স্বামী সঞ্জয় কুমার দে মহাশয়াকে 03 শতক, 8)I-2099/2024 নং দলিল মূলে **সোমা দাস** স্বামী তাপস দাস মহাশয়াকে 03 শতক এবং বিগত ইং 13/03/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-2995/2024 নং দলিল মূলে **মন্টু দাস** পিতা নিরঞ্জন দাস ও বিশাখা দাস পাল স্বামী মন্টু দাস মহাশয়/মহাশয়াকে 03 শতক, ও বিগত ইং 18/04/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-4070/2024 নং দলিল মূলে **মন্টু দাস** পিতা নিরঞ্জন দাস ও বিশাখা দাস পাল স্বামী মন্টু দাস মহাশয়/মহাশয়াকে 03 শতক, বিক্রয় করেন। **তপশীল** : জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিশবিঘা, ৫০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল ১১৭৮, ১১৭৯, ১১৮১, ১১৮২ ও ১১৮৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল ১০ নং দাগে ভিটি জমি ৭৬ শতক ও সাবেক ও হাল ১১ নং দাগে শুনা জমি ১৯ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত খরিদা দলিল মূলে উক্ত ক্রেতাগন তাহাদের নিজ নিজ খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিতেছেন/ করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

(আমমোক্তার নামা)

১)আশীষ কুমার ব্যানার্জী পিতা ৺তারাপদ ব্যানার্জী সাকিম জ্যাকম্যান মেমোরিয়াল হাসপাতাল, বিলাসপুর, ছত্রিশগড়, **২)সাবিত্রী মুখার্জী** স্বামী ডাঃ বৈদ্যনাথ মুখার্জী **৩)মিনতি মুখার্জী** স্বামী সুনীল কুমার মুখার্জী, ২ ও ৩ নং এর সাকিম ২৯ নং কে.পি. মুখার্জী রোড, থানা বড়িশা, কোলকাতা ৭০০০০৮, **৪)ভুতনাথ মুখার্জী** পিতা ৺মদনমোহন মুখার্জী **৫)দেবমাল্য মুখার্জী** পিতা ভুতনাথ মুখার্জী **৬)অর্চনা মুখার্জী** পিতা ভুতনাথ মুখার্জী ৪-৬ নং এর সাকিম ১৫৪ বলরাম দে স্ট্রিট, গিরীশ পার্ক, কোলকাতা ৭০০০০৬, **৭)ফুইউন ব্যানার্জী** স্বামী মলয় কুমার ব্যানার্জী **৮)অম্বর ব্যানার্জী** **৯)অনিতা ব্যানার্জী** ৮ ও ৯ এর পিতা মলয় কুমার ব্যানার্জী ৭-৯ সাকিম জ্যাকম্যান মেমোরিয়াল হাসপাতাল, বিলাসপুর, ছত্রিশগড়, বিগত ইং 07/12/1993 তারিখে ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-371/1993 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শম্ভুনাথ ব্যানার্জী** পিতা ৺তারাপদ ব্যানার্জী সাকিম ৫ নং সাতকড়ি চ্যাটার্জী লেন, থানা ও জেলা হাওড়া) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি বিগত ইং 23/08/2004 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে 23/08/2004 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-1413/2004 দলিল মূলে 5 শতক, I-1432/2004 দলিল মূলে 5 শতক, 1415/2004 দলিল মূলে 4.5 শতক, 1414/20204 দলিল মূলে 5 শতক, 1431/2004 দলিল মূলে 5 শতক, 1416/2004 দলিল মূলে 5 শতক একুনে মোট 6 টি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রফিকুল হাসান**, পিতা আহম্মদ হোসেন, সাকিম ঈশ্বরবাহা, চুঁচুড়া, হুগলী, হাল সাং বেড়ামহল্যা, পাণ্ডুয়া, হুগলী মহাশয়কে 29.50 শতক বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা নামাজগ্রাম, জে.এল. 104, হাল 767/1, 472/1, 597/2, 452/1, 13/1, 99/2, 717/1, 25/1 ও 810/1 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 1080 দাগে শালি জমি 7.60 একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 29.50 শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। ২)জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা পাণ্ডুয়া, জে.এল. 108, হাল 2650 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 1799 দাগে বাস্তু জমি 0.26 একর, আর.এস 10 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 1798 দাগে বাস্তু 0.04 একর, আর.এস 2167 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 1808 দাগে শালি 0.08 একর, আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **রফিকুল হাসান**, পিতা আহম্মদ হোসেন, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শম্ভুনাথ ব্যানার্জী**
আমমোক্তার

-: বিজ্ঞপ্তি :-

জেলা-নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ম্যাট স্যুট নং ৭০/২০২৪

দরখাস্তকারী :- দীপঙ্কর হালদার

বনাম

প্রতিপক্ষ :- রিয়া হালদার সাহা

প্রতি :- রিয়া হালদার সাহা, স্বামী দীপঙ্কর হালদার, পিতা বিশ্বনাথ সাহা, সাং প্রচীনমায়াপুর ২ নং মালোপাড়া, পোঃ ও থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১৩০২।

এতদ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী মাননীয় আদালতে আপনার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা রুজু করিয়াছি। আপনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাজির হইয়া আদালতে আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে
অভিজিৎ বিশ্বাস, সেরেস্তাদার নবদ্বীপ কোর্ট

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **শ্রী সমীর বাগ**, পিতা- শ্রী শক্তি বাগ, সাং- ভট্টপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, গত ইং ২০২৩ সালের ২৬৪৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থানার ২৯নং তেঘড়ী মৌজায় এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪/১, ১৬৯৪/১, ২৬৩০/১ এবং আর.এস. ও এল.আর. ৬১১ নং দাগে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি **শ্রীমতি আবিরা ব্যানার্জী, শ্রীমতি মন্দিরা সান্যাল ও শ্রীমতি ইন্দিরা ঘোষ** এর দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং **শ্রী প্রসেনজিৎ বাগচী** (আমমোক্তার দলিল নং ৯৬/২০১৭, রেজিষ্ট্রী অফিস এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ, বুক নং ০৪) মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন। বর্তমানে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামার বিরুদ্ধে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল.এ্যান্ড.এল.আর. অফিসে আপত্তি জানাইবেন।

Sourav Kumar Das (Advocate)
Nabadwip Court, Nadia
E.No.-F/3381/3035/2022

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

// জেলা-হুগলী জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া সদর //

২০২৪ সালের ৪৮ নং মিস কেস মোকর্দ্দমা।

দরখাস্তকারী :-সুজাতা কোলে

জেলা-হুগলীর চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত নৈটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত, বাঁকাগাছা মৌজাস্থিত ২৮৪ দাগের ১.২৫ অবিভক্ত শুনা জমি নাবালক **অনীক কোলে** তাঁহার পিতার অর্থাৎ সঞ্জয় কুমার কোলের মৃত্যুর পর ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি সুজাতা কোলে, স্বামী ৺সঞ্জয় কুমার কোলে, তাহার নাবালক পুত্র **অনীক কোলের** প্রপার মেইনটেনেন্স ও ওয়েলফেয়ারের নিমিত্তে জেলা-হুগলীর জেলা জজ আদালতের নিকট উপরি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের কারন অত্র মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছি। ঐ মোকর্দ্দমায় যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তদক্ষেত্রে তিনি বা তাঁহার নিযুক্ত উকিলবাবু, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় উপরিউক্ত অবিভক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবে না বা নাই মর্মে গণ্য করা হইবে ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
তনময় মুখার্জী (উকিলবাবু)

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া সদর

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা জজ ও দায়রা আদালত, জেলা- হুগলী, চুঁচুড়া

ম্যাট. স্যুট নং- ৪৮/২৩

দরখাস্তকারী : শ্রী বুবুন বৈরাগী
রেসপন্ডেন্ট : শ্রীমতী তানিশা বৈরাগী,

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী **শ্রী বুবুন বৈরাগী**, পিতা- শ্রী বাপি বৈরাগী, সাং- কনকশালী, ঘটকপাড়া, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১, তাঁর স্ত্রী **শ্রীমতী তানিশা বৈরাগী**, স্বামী- শ্রী বুবুন বৈরাগী, পিতা- মৃত গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস, সাং- ২০/১, নীলকমল কুন্ডু লেন, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন, পোঃ- হাওড়া, থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০২ এর বিরুদ্ধে একটি বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা দায়ের করিয়াছেন, যাহা উপরোক্ত আদালতে উপরে লিখিত ম্যাট. স্যুট নম্বরে বিচারাধীন আছে। আপনি স্ত্রী এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং কিংবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু দ্বারা উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন। নচেৎ এই মামলায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ জারী হইবে।

বিনীত,
Amal Kumar Mazumdar
(Advocate)

আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ ও দায়রা আদালত,
জেলা- হুগলী, চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)সেবা সিনহা ওরফে সেবা সিনহা (ঘোষ) স্বামী পীযুষ কান্তি সিনহা সাকিম ফটকগোড়া, ব্যানার্জ্জী বাগান, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-712136, **২)সুস্মিতা ঘোষ** স্বামী বিশ্বম্ভর ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর, শরৎ পার্ক, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩, **৩)সঞ্চিতা নিয়োগী ওরফে সঞ্চিতা নিয়োগী(ঘোষ)**, স্বামী ইন্দ্রজিৎ নিয়োগী, **৪)শুভময় ঘোষ** পিতা ৺দীনবন্ধু ঘোষ ৩নং ও ৪নং এর সাকিম ইডেন পার্ক লেন নং-৪, মানুষপুর, পোঃ মানুষপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, **৫)কবিতা ঘোষ** স্বামী ৺মানব ঘোষ, **৬)অরন্য ঘোষ** পিতা ৺মানব ঘোষ, ৫ ও ৬ নং এর সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩, বিগত ইং-29/05/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী অফিসে I-4845/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **অশোক কুমার ঘোষ ওরফে অশোক ঘোষ** পিতা ৺দীনবন্ধু ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 23/02/2024 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2051/2024 নং দলিল মূলে **সন্তোষ কুমার সিং** পিতা রত্নেশ্বর সিং সাকিম ১ নং নেতাজীপার্ক, চন্দ্রানী এপ্যার্টমেন্ট এর নিকট, পোঃ ব্যান্ডেল, জেলা হুগলী মহাশয়কে 1 কাঠা 15 ছটাক 38 বর্গফুট বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, জে.এল.-3, হাল এল. আর 1406, 1407, 1408, 1411, 3242 ও 3243 খতিয়ানে, সাবেক আর.এস 873 ও হাল এল.আর 945 দাগে বাগান জমি ষোল আনায় 96 শতকের মধ্যে 60 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **সন্তোষ কুমার সিং** পিতা রত্নেশ্বর সিং উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

II বিজ্ঞপ্তি II

জেলা-নদীয়া, মোকাম কল্যানীর ডিষ্ট্রিক ডেলিগেট আদালত, কল্যানী।
প্রবেট কেস নং- ১০/২৪
-নিবেদিতা দাস(আবেদনকারী)

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত মোকাদ্দমায় নিবেদিতা দাস পিতা-বিজয় দাস, সাং- গাঙ্গুলীপাড়া, আলাইপুর, পোঃ-মদনপুর থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, মৃত গৌরি শীল স্বামী- 'দিপেন্দ্রনাথ শীল, সাং- গাঙ্গুলীপাড়া, আলাইপুর, পোঃ-মদনপুর থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-এর নামীয় সম্পত্তি যথা জেলা- নদীয়া, থানা-চাকদহ, মদনপুর মৌজায় অবস্থিত এল আর দাগ নং- **১৩৩৬, ১৩৩৭**, এল্ আর খতিয়ান নং-৮৩৬৫ অবস্থিত ৪.৫৭৯ শতক জমি ও ৯৪২.২৮৬ স্কোয়ার ফুট দোতলা বাড়ী এবং ৩.৯৩২ শতক ফাকা জমি, যাহার উত্তরে প্রবীর মুখার্জীর জমি, পশ্চিমে অমর মজুমদারের জমি আর দক্ষিণে **১০** ফুট চওড়া রাস্তা, পুর্বে **১০** ফুট চওড়া রাস্তা, উইল প্রবেট পাইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়াছেন, যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে আর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী হইবে।

Sd/- Sampa Sankari Das, Civil Judge (Jr. Divn) Sheristadar, Kalyani, Nadia.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

IN THE COURT OF LD. ADDITIONAL DISTRICT & SESSION JUDGE AT NABADWIP, NADIA.
MAT SUIT NO. 104/2024

দরখাস্তকারী:- **শ্রীমতী অহনা চক্রবর্ত্তী**, বয়স আনুমানিক ২৮ বৎসর, স্বামী- শ্রী শুভজিৎ ঘোষাল, পিতা- স্বর্গীয় উৎপল চক্রবর্ত্তী, সাং- রামসীতা পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং- ১৪, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২

বনাম

প্রতিপক্ষ:- শ্রী শুভজিৎ ঘোষাল, বয়স আনুমানিক ৩৭ বৎসর, পিতা- নিতাই ঘোষাল, সাং- বীরেশ্বর বসু রোড, ওয়ার্ড নং- ০২, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট এর ২৭ ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় **ম্যাট স্যুট ১০৪/২০২৪** নং মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ অদ্যতক আদালতের সমন গ্রহণ করিতেছেন না। সেইমর্মে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র মোকদ্দমার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ **শ্রী শুভজিৎ ঘোষাল** স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্ত উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইবেন। অন্যথায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কার্য্য গ্রহন করা হইবে।

আদেশানুসারে
Abhijit Biswas (Bench Clerk)
Addl. District & Sessions Judge.
Nabadwip, Nadia

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী সঞ্জিব কুমার মজুমদার পিতা রতন কুমার মজুমদার সাকিম কাজিমহল্যা, পোঃ ও থানা পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী, ৭১২১৪৯ বিগত ইং 05/05/2021 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4238/2021 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সেখ নুরুল ইসলাম** পিতা মহঃ খায়রুল আনাম সাকিম নামাজগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী, পিন ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি বিগত ইং 15/06/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3420/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ইমরানুল হক** পিতা সাহিদুল হক সাকিম জয়পুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, পিন ৭১২১৪৯, মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা নামাজগ্রাম, জে.এল. 104, হাল 1698 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 1240 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 60 শতক সম্পত্তির মধ্যে ১০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির উপর নির্মিত **'তাসিন'** নামিত মাল্টিস্টোরেজ বিল্ডিং এর একতলায় অবস্থিত ১৩ নং পূর্ব দুয়ারী দোকান ঘরটি যাহার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪০৯.৫১ বর্গফুট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **ইমরানুল হক** পিতা সাহিদুল হক, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সেখ নুরুল ইসলাম**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

পুজোয় যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ কলকাতা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে প্রত্যাশিত ভিড় মেটাতে মেট্রো রেল সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ব্লু লাইনে সপ্তমী (১০ অক্টোবর) অষ্টমী-নবমী (১১ অক্টোবর) -এ রাতব্যাপী পরিষেবা চালু থাকবে। পুজোর দিনগুলিতে গ্রিন লাইন-১-এ মধ্যরাত পর্যন্ত এবং গ্রিন লাইন-২-এ মধ্য রাত ১টা ৪৫ পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে। যে কোনও জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় সব মেট্রো স্টেশনে পর্যাপ্ত কর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে আশা করা হচ্ছে যে অন্যান্য বছরের মতো মেট্রো রেলও এই বছর প্যান্ডেল হপারদের জন্য পরিবহনের সবচেয়ে পছন্দের মাধ্যম হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির জন্য মেট্রো রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন। প্যান্ডেল হপারদের ভিড় সামাল দিতে এই দিনগুলিতে ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনের বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে ১০০ জনেরও বেশি অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হবে। এর পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, পরিস্থিতির প্রয়োজনে স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টার খোলা হবে। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বুকিং কাউন্টারে অতিরিক্ত টোকেন এবং স্মার্ট কার্ডও দেওয়া হবে। মেট্রো ব্যবহারকারীদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপ ব্যবহার করার পাশাপাশি ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন-১ এবং গ্রিন লাইনে ভ্রমণের সময় ইন্টিগ্রেটেড মোবাইল ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিট বুক করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। রোলিং স্টক সমস্যা শুটিং রেকের পাশাপাশি এসকেলেটর এবং লিফটে যে কোনও সমস্যা এড়াতে কৌশলগত স্টেশনগুলিতে কর্মীরা প্রস্তুত থাকবেন। প্যান্ডেল-হপারদের সহায়তার জন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে 'মে আই হেল্প ইউ' বুথ খোলা হবে। দমদম, মহাত্মা গান্ধি রোড, কালীঘাট এবং হাওড়া মেট্রো স্টেশনে বিশেষ ফার্স্ট এডেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আধিকারিক ও কর্মীরা পুজোর দিনগুলিতে মেট্রো রেল ভবনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে রিয়েল-টাইম ভিত্তিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মসৃণ পরিচালনা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

পুজো উপলক্ষে সমাজসেবায় এগিয়ে এলেন এএইআই ক্লাবের প্রবীর রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: অটো মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া বা এএইআই ক্লাব কলকাতার পুরোনো ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমাজসেবায় অনন্য উদ্যোগ নেয় বিভিন্ন সময়েই। সে থ্যালাসেমিয়ার শিবির হোক বা এইচআইভি রোগীদের পাশে দাঁড়ানো হোক বা রক্তদান শিবির। বছরের বিভিন্ন সময়ই সমাজ সেবার কাজ করে থাকে। এই পুজোতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রবীর রায়ের তত্ত্বাবধানে এবারের পুজোয় অনবদ্য উদ্যোগ নিল অটো মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া বা এএইআই ক্লাব।

একদিকে যখন মণ্ডপে মণ্ডপে আলোর ঝলকানি, অন্যদিকে তেমন বানভাসিদের অসহায় ছবি। কিন্তু পুজোর আনন্দ শুধুমাত্র নিজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার অটো মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সম্পাদক প্রবীর রায়ের। তাঁর উদ্যোগেই দুর্গাপুজো উপলক্ষে হাওড়ার রাজচন্দ্রপুর গ্রামের ইট ভাটার শ্রমিক ও তাদের শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হলো নতুন বস্ত্র, প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী-সহ শিক্ষা সামগ্রী। এদিন প্রায় ৬৫জন শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন জামা। তবে শুধু বস্ত্র বা প্রয়োজনীয় সামগ্রী নয় সঙ্গে দুপুরের আহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় পোলাও, মিষ্টি , মাংস। লকডাউন বা আম্ফানের সময়ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় অনন্য নজির বা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল শহর কলকাতার জনপ্রিয় এই ক্লাব এর। এক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা ছিল প্রবীর রায়ের। প্রবীর রায় জানান, 'মা আসা উপলক্ষে এই ক'দিন আনন্দে মেতে উঠি। কিন্তু এই পরিবার গুলোর কথা শুনে আর থাকতে পারিনি। বন্যার জন্য তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, তারা হারিয়েছে অনেক কিছু। তাই তাদের মুখে একটু হাসি ফোটাতেই আমাদের এই উদ্যোগ। এই কর্মসূচি উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সমর ঘোষ, দেবাশিস মণ্ডল, অশোক সিন্হা-সহ অন্যরা। প্রবীর রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এএইআই ক্লাবের উদ্দেশ্য একটাই, পুজোয় অন্ধকার কাটিয়ে এই কয়েকদিন ওরাও নতুন জামায় আনন্দে শামিল হোক।

ষষ্ঠী থেকে কলকাতায় সারারাত মিলবে সরকারি বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন থেকেই কলকাতায় সারারাত মিলবে সরকারি বাস। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অনেকেই জেলা থেকে পুজো দেখতে কলকাতায় আসেন। প্রতিমা ও মণ্ডপ দর্শনের পর যাতে হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশন এবং বারাসতে পৌঁছতে তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই জন্য সারারাত সরকারি বাস পরিষেবা চালু থাকবে। সোমবার বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে কলকাতায় ধাপে ধাপে সরকারি বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে। চতুর্থী এবং পঞ্চমী এই দুই দিনই রাজ্যের পরিবহণ নিগমের পক্ষ থেকে ৪০০ অতিরিক্ত বাস চালানো হবে প্রথম অর্ধে। ষষ্ঠী থেকে পুজোর বাকি দিনগুলিতে দ্বিতীয় অর্ধে বাড়বে বাসের সংখ্যা। পুজোর দিনগুলিতে সরকারি বাসের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। সকাল ১০টার পর ধাপে ধাপে বাড়ানো হবে বাস। পুজোর সময় রাস্তায় অতিরিক্ত ইলেকট্রিক বাসও রাস্তায় নামানো হবে। সেই জন্য ওই দিনগুলিতে যাতে বিভিন্ন ডিপোয় চার্জিং স্টেশনগুলি রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

পাঁজি মতে পুজো শুরু আগামী বৃহস্পতিবার সপ্তমী থেকে।

উদ্বোধন হয়ে গেল কাঁকুড়গাছি মিলন মেলা সমিতির পুজো। এ'বছর তাদের পুজো ২৯ তম বর্ষে পদার্পন করল। তাদের থিম এবার মাটি ও মা। যার কারিগর প্রবীর সাহা। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এবারের পুজোর উদ্বোধন করেন। হাজির ছিলেন পুরমাতা সুপ্তি পাণ্ডে, শ্রেয়া পাণ্ডে , বিধায়ক পরেশ পাল, পুরপিতা শান্তি রঞ্জন কুণ্ডু, মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। পতিতালয়ের মাটি ব্যবহার করে মায়ের মূর্তি গড়ার রীতিই ফুটে উঠেছে এখানকার মণ্ডপে। পুরোনো ইতিহাস সবার সামনে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর ক্লাবের অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, অভিজিৎ দাস, শুভেন্দু দে, শুভ, সমীররা।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৯ অক্টোবর ২০২৪ ২২ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার

লেক কালী বাড়ির দুর্গাপুজো | নলিনী সরকার স্ট্রিট | আহেরিটোলা সার্বোজনীন দুর্গোৎসব | সিকদার বাগানের দুর্গা প্রতিমা | ছবিগুলি তুলেছেন অদিতি সাহা

পুজোর মুখে চিকিৎসা পরিষেবায় অনিশ্চয়তা
শুরু সিনিয়র চিকিৎসদের রিলে অনশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মুখে চিকিৎসা পরিষেবা আরও অনিশ্চয়তার মুখে। কারণ, এবার নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন সিনিয়র চিকিৎসকরা। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের তরফে সোমবার গভীর রাতে জানানো হয়, দাবি পূরণে সরকার সদর্থক পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত তাঁরা প্রতিদিন ১২ ঘণ্টার রিলে অনশন চালাবেন। ধর্মতলায় জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন মঞ্চেই নিজেদের কর্মসূচি পালন করবেন সিনিয়ররা। সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়, '৭ অক্টোবর থেকে শুরু করে, সদর্থক ও গ্রহণযোগ্য সমাধান সূত্র বের না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা, বারো ঘণ্টা

করে রিলে অনশন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করতে চলেছি।'

এদিকে, মঙ্গলবার রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশনের ডাক দেন। এরপর বিকেলে কলকাতায় মিছিলে হাঁটেন আন্দোলনকারীরা। জুনিয়র চিকিৎসকদের ১০ দফা দাবিপূরণে অনশন শুরু হয়েছে ধর্মতলায়। সেখানে যোগদানকারীর সংখ্যা বাড়ছে। জুনিয়রদের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সোমবার থেকেই ৩ থেকে ৪ জন সিনিয়র চিকিৎসক অনশনব মঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনী। জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবিপূরণে সরকার কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছে না, উপরন্তু আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের জুলুমবাজি চলছে, এধরনের একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের কার্যত হুঁশিয়ারি, 'জুনিয়র ভাই বোনদের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে এবং তাদের এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯টা, বারো ঘণ্টা করে রিলে অনশন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করতে চলেছি।'

পাশাপাশি সংগঠনের তরফ থেকে এ বার্তাও দেওয়া হয়, 'প্রশাসন সমস্ত রকম অসংবেদনশীল উপাদান দূরে সরিয়ে রেখে এবং অনভিপ্রেত কোনো অগণতান্ত্রিক প্রশাসনিক প্রকরণ প্রয়োগে উৎসাহী না হয়ে, অনতিবিলম্বে সুস্থ আলোচনার মাধ্যমে তাদের জরুরি দাবিগুলোর প্রতি সুবিচার করুক। না হলে সামাজিক ক্ষোভের তরঙ্গ যেভাবে আন্দোলিত হচ্ছে, তাতে অচিরেই ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ গণ-অনশন মঞ্চে পর্যবসিত হবে এবং রাজ্যের বুকে যার অভিঘাত মোটেই সুখকর হবে না।'

আন্দোলনের মাধ্যমে হীরক রানিকে গদিচ্যুত করতে হবে: সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্দোলনের মাধ্যমে হীরক রানিকে তাঁর আসন থেকে টেনে নামাতে হবে। মঙ্গলবার ব্যারাকপুর মোহনপুর কুন্ডুবাড়ি মোড়ে নোয়াপাড়া-৪ মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে এসে এমনটাই বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, আন্দোলন ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ছাত্র, বেকার যুবকরা মুখ খুলতে শুরু করেছে। সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে নেমে হীরক রানিকে তাঁর আসন থেকে টেনে নামাবে।

প্রসঙ্গত, পুজোর আবহে অভয়ার বিচারের দাবিতে রাজ্যে আন্দোলন জারি রয়েছে। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মহামিছিলের ডাক দেওয়া হলেও, কলকাতা পুলিশের তরফে এখনও পর্যন্ত সেই মিছিলের অনুমতি মেলেনি। এপ্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'মিছিলের অনুমতি পেতে কোর্টে যেতে হবে। এখানে গণতান্ত্রিক উপায়ে কোনও কার্যক্রম করতে গেলে পুলিশের অনুমতি মেলে না। তাই কোর্টে গিয়ে কানমূলে মিছিলের অনুমতি আদায় করতে হবে।' আর জি কর কান্ডের সিবিআইয়ের চার্জশিট নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'চার্জশিটে সঞ্জয় রায়কে অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে, সেটাও চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য প্রমাণ লোপাটের কারণে হয়তো অনেকেই বেঁচে যাবেন।'

এদিন পুজোর উদ্বোধনে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে প্রমুখ। পুজো উপলক্ষে এদিন অসহায় মহিলাদের শাড়ি উপহার দেওয়া হয়।

মানিকের পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার জামিন তাপসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কয়েকদিন আগেই ছাড়া পেয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্য। এবার সেই মামলাতেই আরও এক অভিযুক্তের জামিন। ৫৯৫ দিন জেলে কাটানোর পর জামিন পেলেন অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল। প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে তাপসকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। ২০২২ সালে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ইডি ও সিবিআই। গ্রেফতার হন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। সেই সময়ই মানিক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তাপস মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই। এরপর মঙ্গলবার জামিন পেলেন তাপস। তবে একই মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অয়ন শীলের জামিনের আবেদন খারিজ করে আদালত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, কুন্তল ঘোষ গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি দাবি করেছিলেন, তাঁকে গ্রেফতার করা হলে তাপস মণ্ডল না নীলাদ্রিকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কেন। তাপসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও অনেক উত্তর চেপে যাওয়া হচ্ছিল বলে সন্দেহ বাড়ে তদন্তকরী অফিসারদের।

এরপরই গ্রেফতার হন তাপস। মানিকের ডান হাত বলে পরিচিত ছিলেন এই তাপস মণ্ডল। অফলাইনে ভর্তির যে তালিকা তিনি জমা দিয়েছেন, সেই তালিকার সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হওয়া টাকার হিসেব-সহ একাধিক নথি নিয়ে বারবার সিবিআই দফতরে যেতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

নিজের বাড়িতে 'খুন' প্রাক্তন সেনা কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোহনপুর থানার ব্যারাকপুর চক কাঠালিয়া আমবাগান এলাকায় নিজের বাড়িতে খুন হলেন প্রাক্তন সেনা কর্মী। মৃতের নাম দীপেন্দ্রনাথ মণ্ডল (৭৩)। প্রাক্তন সেনা কর্মী বাড়িতে একাই থাকতেন। মৃতের এক মেয়ে বিদেশে থাকেন। আরেক মেয়ে থাকেন ব্যারাকপুর বড়পোল এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে পুলিশ তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। তাঁর মাথায় ও বুকে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তবে কি কারণে এই ঘটনা, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় মৃতের পরিবার ও পড়শিরা। ঘটনার তদন্তে ঘটনাস্থলে আসেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস। ডিসি নর্থ বলেন, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী বাড়িতে একাই থাকতেন। তাঁর দেহ

ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। যদিও পুলিশ বাড়িটিকে সিল করে দিয়েছে। ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল কর বলেন, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। তবে ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। পঞ্চায়েত প্রধান আরও বলেন, সকালের দিকে ঘরের দরজা খোলা ছিল। এতেই পরিষ্কার খ ুনিরা তাঁর পরিচিত।

চিকিৎসকদের মিছিলের অনুমতি দিল না পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার কলকাতায় চিকিৎসকদের মিছিল হওয়ার কথা ছিল। ওই মিছিলে সাধারণ মানুষকেও পাশে দাঁড়ানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই মিছিলে অনুমতি মেলেনি কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। লালবাজার মেলে আরও জানিয়েছে, মিছিলের পথে দুর্গাপুজোর ভিড় বাড়ছে। প্রস্তাবিত মিছিলের পথে কলেজ স্কোয়ার এবং সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে দু'টি বড় পুজো রয়েছে। এই মণ্ডপ দু'টিতে দর্শনার্থীদের ভিড় বেশি থাকে। পুজোর সময় এই কর্মসূচির ফলে ট্রাফিক পরিষেবার উপর প্রভাব পড়বে এবং মানুষের অসুবিধা হবে। আইনশৃঙ্খলা উপরেও এর প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি ভিক্টোরিয়া হাউস এবং ধর্মতলার কাছেও মিছিল করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে পুলিশের মেলে। এই মেলে আরও জানানো হয় যে, শ্যামবাজার মোড়ে ও সিঁথির মোড়েও প্রতিবাদ মঞ্চ তৈরি করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ।

চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার গভীর রাতে একটি ইমেল এসেছে তাঁদের কাছে। সেখানেই অনুমতি না দেওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারই পাল্টা চিঠি পাঠানো হয়েছে জুনিয়র চিকিৎসকদের তরফ থেকেও। কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল চিকিৎসকদের তরফে। বিকেল সাড়ে ৪টেয় শুরু হওয়ার কথা ছিল সেই মিছিল। চিকিৎসকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সেই মিছিলে পা মেলানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু পুজোর ভিড়ের কথা বলে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তবে চিকিৎসকদের দাবি, তাঁরা যে রাস্তা দিয়ে মিছিল করতে চাইছেন, সেখ ানে কোনও বড় পুজো নেই। যে পুজোর কথা বারবার উঠে আসছে, সেই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের কাছ দিয়ে যাবেন না চিকিৎসকরা। এ কথা জানিয়ে ফের অনুমতি চেয়ে পাল্টা মেল করা হয়।

জয়নগরকাণ্ডে এইমসের পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়নগরকাণ্ডে কল্যাণী এইমসের পরিকাঠামো নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষকে। মঙ্গলবার এই পরিকাঠামো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিবকে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, কল্যাণী এইমসের পরিকাঠামোগত কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। সঙ্গে এও নির্দেশ দেন, রাজ্যের তরফ থেকে যে ক্ষেত্রে অনুমোদন লাগবে রাজ্য সেটা দিয়ে সাহায্য করবে, কোনও বাধা তৈরি করা যাবে না। আর এই কাজ শেষ করতে হবে ২০২৫-এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে।

এইমসের মতো একটা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করার মত পরিকাঠামো নেই। এইমস এখানে গড়ে তোলা হলেও মানুষকে চিকিৎসার জন্য ভেলোরে যেতে

হবে, তাহলে হাসপাতাল করে কী লাভ? এমন প্রশ্নও করতে শোনা যায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষকে। পাশাপাশি তিনি এ প্রশ্নও করেন, কটি অপারেশন থিয়েটার আছে তা নিয়েও। আর যে কটি আছে তাতে কটা অপারেশন হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন করেন বিচারপতি।

পাশাপাশি তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে এও বলেন, শেষ পাঁচ বছর ধরে ছাত্ররা পড়াশোনা করছে। তারা এমবিবিএস পাশ করে বেরোবে কোনও ময়নাতদন্তের অভিজ্ঞতা ছাড়াই, তা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ বিচারপতির। দিল্লির মতো না হোক, অন্তত হৃষিকেশ এইমসের মত পরিকাঠামো তৈরি হোক, এমনও মন্তব্য করতে শোনা যায় বিচারপতিকে। একজন নাগরিক কেন্দ্রীয় হাসপাতালের সাহায্য চেয়ে আদালতে এসেছে। আদালত নির্দেশও দিয়েছে। কিন্তু সাহায্য নিতে হচ্ছে জেএনএম-এর মতো প্রান্তিক সরকারি হাসপাতালের। এতে মানুষের কী সুরাহা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।

পুলিশি হেফাজতে মারধর ২ তরুণীকে, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সাংসদের পরিবার সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যে সমর্থন জানিয়ে হাততালি দিয়েছিলেন দুই তরুণী। সেই অভিযোগে ধৃত দুই তরুণীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবার পুলিশি হেফাজতেই তাঁদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের মন্তব্য, যেভাবে নিজেদের হেফাজতে তরুণীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে, তাতে তাদের উপর আর ভরসা রাখা যায় না। তাই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হল সিবিআইকে। আগামী ১৫ই নভেম্বর সিবিআইকে তদন্তে অগ্রগতি রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। প্রসঙ্গত, তৃণমূল নেতার সন্তান সম্পর্কে কুমন্তব্যে উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগে গত ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর দুই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁদেরকে হেফাজতে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। মঙ্গলবার এই মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে ওঠে।

অনশন মঞ্চে জলের গাড়ি যেতে বাধা, পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ ডাক্তারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার রাতে চৌকি আর চেয়ার নিয়ে যাওয়া গাড়ি আটকানোর অভিযোগ উঠেছিল। এরপর বউবাজার থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান চিকিৎসকরা। পরে কাঁধে করে চৌকি নিয়ে যান চিকিৎসকরা। এরপর মঙ্গলবার জলের গাড়ি আটকানোর অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। এদিন সকালে যখন সিনিয়র চিকিৎসকরাও যোগ দিচ্ছেন প্রতীকী অনশনে, তখ নই ঘটে এমন ঘটনা। এই ঘটনার জেরে ফের একবার পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান চিকিৎসকেরা।

সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে বউবাজারের কাছে জলের গাড়ি আটকানো হয় বলে অভিযোগ। প্রথমে ব্যারিকেড করে আটকে দেওয়া হয় গাড়ি। পরে অন্য রাস্তা দিয়ে আসার সময় আটকে দেওয়া হয়। খবর পেয়েই ছুটে যান আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা। মানববন্ধন করে তাঁরাই অনশন মঞ্চের কাছে জলের গাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন সিনিয়র চিকিৎসকরাও। এই ঘটনার জেরে আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ধর্মতলা চত্বর।

আন্দোলনরত এক চিকিৎসক এই প্রসঙ্গে জানান, 'প্রথমে চৌকি, তারপর বায়ো টয়লেট, তারপর জলের গাড়ি আটকানো হল। পুলিশকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, 'কারণ বলতে পারব না।' এ আবার কী কথা। কারণ না বলতে পারলে, তাহলে আটকানো হচ্ছে কেন?' এরপরই চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে বলেন, 'ইজরায়েলের মতো অবস্থা। মেট্রো চ্যানেলে অনশন মঞ্চে জল না দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে পুলিশ। মানব বন্ধন করে জলের গাড়ি ঢোকাতে হল। গণতান্ত্রিক দেশে এমন পুলিশ কি হওয়া উচিত?'

বীরভূমের কয়লাখনি বিস্ফোরণ, এনআইএ তদন্তের দাবিতে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বীরভূমে কয়লাখনি বিস্ফোরণের ঘটনার জল গড়াল এবার আদালতে। ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন ভারতীয় অবহেলিত পার্টি নামে রাজনৈতিক দলের সম্পাদক দীপককুমার সরকারের আইনজীবী অনিন্দ্যসুন্দর দাস। কীভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটল, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। একমাত্র এনআইএ সঠিক তদন্ত করতে পারে বলে দাবি করেন মামলাকারী। বিষয়টির গুরুত্ব বিচার করে মামলা দায়েরের অনুমতি দেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৪ অক্টোবর।

সোমবার সকালে গঙ্গারামচক কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু ভিতরে শ্রমিকরা যে কাজ করছিলেন, তা খেয়াল ছিল না কারও। আর সেই অসাবধানতা থেকেই শ্রমিকরা চাপা পড়ে যান। পরে ৬ জনের দেহ উদ্ধার হয় সেখ ান থেকে। এলাকার পরিস্থিতি মঙ্গলবারও ছিল শিউরে ওঠার মতো। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে দেহাংশ। যে গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেই গাড়িও ছিন্নভিন্ন। এদিন পুলিশ সুপার গিয়ে এলাকা ঘিরে দেন। নমুনা সংগ্রহ করতে এলাকায় যাবে ফরেনসিক দল। কীভাবে এত বড় বিস্ফোরণ ঘটল, তা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে। বোলপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের মতে, গাড়িতে বিস্ফোরক বোঝাই ছিল, তা আচমকা ফেটে গিয়ে এই দুর্ঘটনা। আদতে আসল কারণ কী তা জানতে বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করানোর দাবিও উঠেছিল নানা মহলে।

সম্পাদকীয়

বর্ষা তার চরিত্র বদল করছে কি না, সে বিষয়ে আরও নিবিড় চর্চা হওয়া প্রয়োজন

ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীরা বারংবার জলবায়ু পরিবর্তনের যে বৈশিষ্ট্যগুলির উপর জোর দিয়েছিলেন, তার অন্যতম বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হওয়া। সেই ছন্দপতন দু'-এক বছরের জন্য নয়, দীর্ঘ দিনের। মরু অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের এ-হেন বৃদ্ধিও এই বছরেই শুধুমাত্র দেখা যায়নি। বিশেষজ্ঞরাই জানিয়েছেন, এই বৃদ্ধির সূচনা সেই ২০০০ সাল থেকেই। তার কারণ হিসাবে অবশ্য বিশেষজ্ঞরা তিব্বতের উচ্চচাপ বা বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। সেই উচ্চচাপে কোনও বদল ঘটলে তার প্রভাব পড়ে ভারত ভূখণ্ডের বর্ষার উপর। অন্য দিকে, গাঙ্গেয় বঙ্গে বর্ষার চরিত্র পরিবর্তিত হচ্ছে কি না, সে প্রশ্নও উঠছে দীর্ঘ দিন ধরেই। জুন থেকে সেপ্টেম্বর অবধি যে বর্ষার সক্রিয় থাকার কথা, গত বেশ কিছু বছরে সেই সময়সীমা বিঘ্নিত হয়েছে বার বার। কখনও বর্ষা দেরিতে ঢুকছে, শেষের দিকে অতিবৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, কখনও আবার সময়ে প্রবেশ করলেও তার গতি অতি ধীর। পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষিকাজ। মরসুমি বৃষ্টিপাত ঘড়ি ধরে, হিসাব মেনে চলবে না, অস্বীকারের উপায় নেই। চার মাস ধরে বর্ষা একই রকম সক্রিয় থাকবে, এমনটাও হয় না। কিন্তু সে সব সম্ভাবনাকে ধরেও যে চিত্রটি মিলছে, তাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। প্রথম দু'মাসের ঘাটতি শেষ দু'মাসে জোরালো বৃষ্টি পুষিয়ে দিতে পারে ঠিকই, হিসাবের খাতাটিও বলতে পারে যে, বর্ষা এ বার মোটের উপর স্বাভাবিক, কিন্তু তাতে প্রকৃত চিত্র ঢাকা পড়ে না। যে চিত্র বলে গাঙ্গেয় বঙ্গে সত্যিই বর্ষা তার চরিত্র বদল করছে কি না, সে বিষয়ে আরও নিবিড় চর্চা হওয়া প্রয়োজন। কারণ, বর্ষার বৃষ্টির উপর গাঙ্গেয় বঙ্গের কৃষিকাজ অনেকাংশে নির্ভরশীল। শুধুমাত্র বৃষ্টিপাতই নয়, ভারতের আবহাওয়ায় নানাবিধ পরিবর্তনের লক্ষণ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। অল্প সময়ে তীব্র বৃষ্টি, শীতের মরসুমে ঠান্ডা না-পড়ার মতো সমস্যাগুলিকে আর ব্যতিক্রম বলে ভাবার উপায় নেই।

শব্দবাণ-৬৯

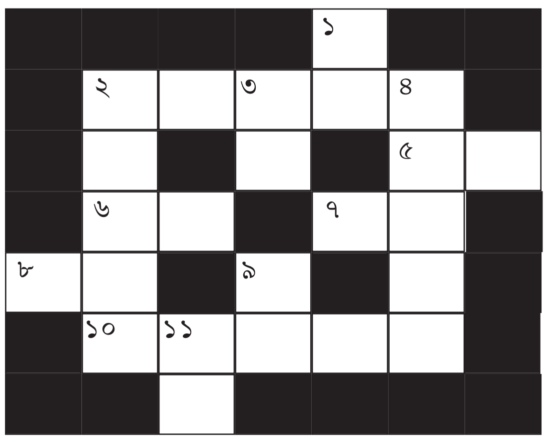

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. দুর্গাপুজোর এক তিথি ৫. — পত্রিকা ৬.পৃথিবী ৭. অনুজ্জ্বল, ফ্যাকাসে ৮. মধ্যে ১০. পাতে পাতে খাদ্য দেওয়া।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গরম ২. ভেড়ার বা ছাগলের মাংসের বড়াবিশেষ ৩. সাঁঝ ৪. কামদেব, কন্দর্প ৯. কৌটা ১১. কাপড় কাচার ফল।

সমাধান: শব্দবাণ-৬৮

পাশাপাশি: ১. আঘাত ৩. উপোস ৫. কবর ৬. রমেশ ৭. অবৈধ ৯. পানই ১১. টনক ১২. নাদিত।

উপর-নীচ: ১. আলোক ২. তস্কর ৩. উদ্ধার ৪. সকাশ ৭. অটুট ৮. ধমক ৯.পাখনা ১০. ইঙ্গিত।

জন্মদিন

আজকের দিন

আমজাদ আলি খান

১৯৪৫ বিশিষ্ট সরোদবাদক আমজাদ আলি খানের জন্মদিন।
১৯৪৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুমিতা সান্যালের জন্মদিন।
১৯৬৫ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শিলাজিত মজুমদারের জন্মদিন।

'সমন্বয় ও শান্তি'-র প্রতীক শক্তিস্বরূপিণি মা দুর্গা

দিগন্ত চক্রবর্তী

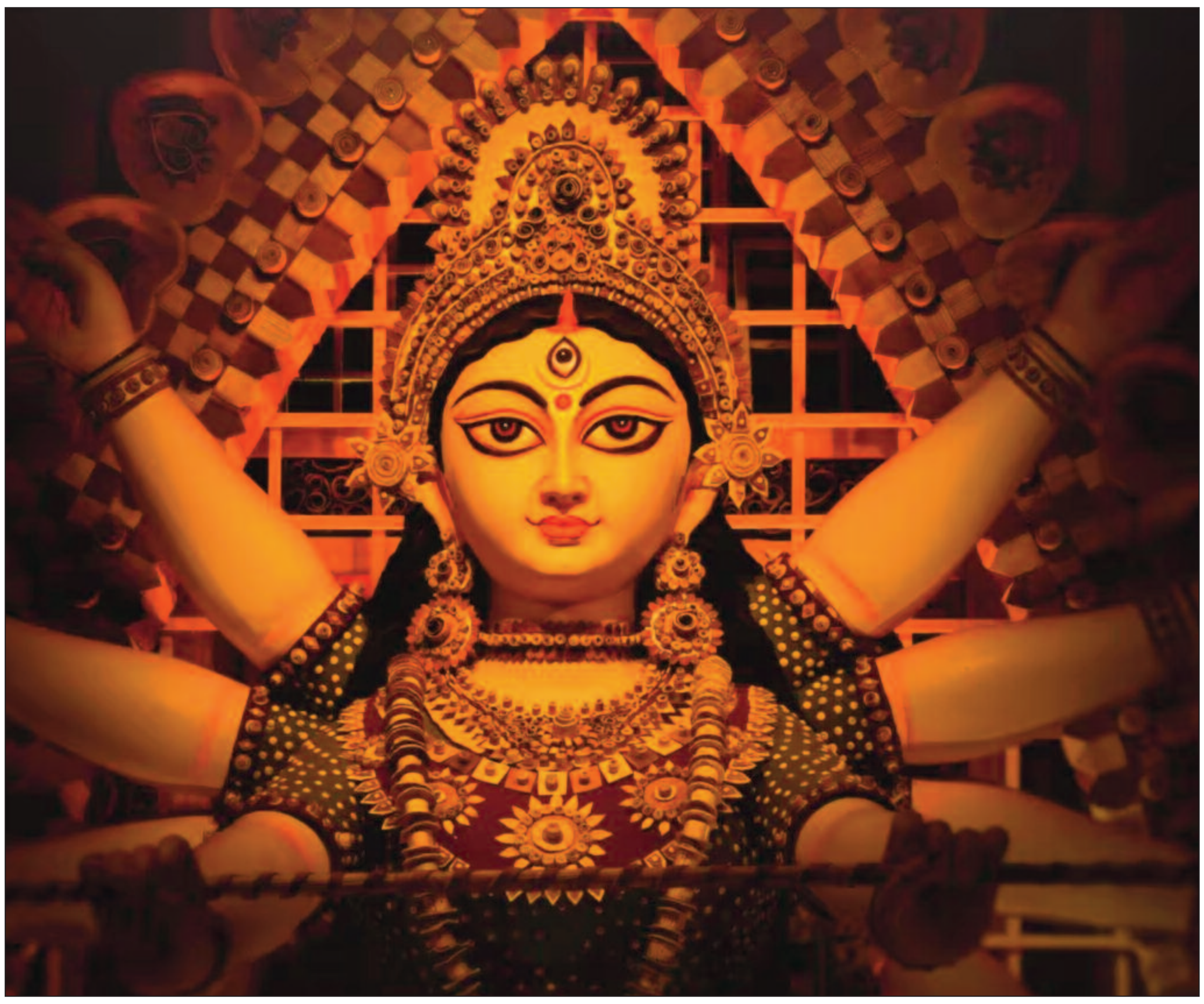

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার বলেছিলেন, 'যখন যাহার তাহার জনের হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রি-যাপন করিব অকৃষ্ণ এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব।' অর্থাৎ সেই সময়ে সমাজের উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ, ছুৎমার্গদের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে সমাজের সকল মানুষ যে এক, সেই সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। জানা যায়, মহাসমাধির এক দুদিন আগে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম!'

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ের বার্তাই বিশ্বের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৯৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর চিকাগো বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনের শেষ দিনের ভাষণে স্বামীজী বলেছিলেন, 'বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে' বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।' এই 'সম্বন্বয় ও শান্তি' একে অপরের পরিপূরক। অর্থাৎ শান্তি ছাড়া সমন্বয় সম্ভব না আবার সমন্বয় ছাড়া শান্তি আসে না। সেটা মানুষের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় তাহলে দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমন্বয়। পরিবারের ক্ষেত্রে হলে সকল পরিজনের মধ্যে সমন্বয়। সমাজের ক্ষেত্রে হলে সমাজের সকল বর্ণ, ধর্ম, জাতি, ভাষাভাষির মানুষের মধ্যে সমন্বয় এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তাদের নীতির সমন্বয়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখলে অনুধাবন করা যায় এই সমন্বয়ের অভাবে কিরকম অশান্তির পরিস্থিতি ক্রমশ বিশ্বের বহু দেশের মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ হোক কিংবা ইজরায়েল প্যালেস্টাইন, যুদ্ধ জর্জরিত দেশগুলির মানুষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ রাস্তায় নামছেন যুদ্ধবিরতির দাবি নিয়ে। আবার সমাজের ক্ষেত্রে আজও আমরা দেখতে পাই জাতি, বর্ণ, ধর্মকে কেন্দ্র করে হানাহানি। আর পারিবারিক কলহের কথা বললে বলতে হয়, সমন্বয়ের অভাবে কিরকম পরিবারগুলো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে শুরু করেছে। একসময় গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ছিল এসব একান্নবর্তী পরিবার।

আজ বুঝতে বাকি নেই যে জিনিসটার অভাব মানুষ প্রতি মুহূর্তে বোধ করে তা হচ্ছে 'সমন্বয় ও শান্তি'। আজ, মাতৃপক্ষের এই পুণ্য লগ্নে লিখতে বসে বলতে বাধা নেই এই সমন্বয় ও শান্তির প্রতীক দেবী দুর্গা। কেনো? তা অবশ্যই বিষদে ব্যাখ্যা করব।

কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে, বর্তমানে দুর্গাপুজো থেকে আমরা রূপান্তরিত হতে শুরু করেছি দুর্গোৎসবে। যার ফলস্বরূপ দেবী দুর্গার প্রতিমার মধ্যে যে বার্তা তা ক্ষীন হয়ে রঙিন প্যান্ডেল, থিম পুজোর ওপর আমরা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেছি। আবার কখনো কখনো বলা হচ্ছে এটা শুধুমাত্র কোনো ধর্মের পূজা ইহা এক সার্বজনীন উৎসব। কিন্তু মনে রাখতে এই সার্বজনীন উৎসব তখনই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে যখন এই হিন্দু ধর্মটি বেঁচে থাকবে। তাই সার্বজনীন উৎসবের সাথে সাথে দুর্গা পুজোর আসল মাহাত্ম্যের উপরেও আমাদের আলোকপাত করতে হবে। তবে, আজকের এই দুর্যোগঘন পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার জন্য দেবী দুর্গার এই সমন্বয়ের রূপকে স্মরণ করতে হবে, পূজন করতে হবে।

সাধারণ অর্থে দুর্গা বলতে আমরা রক্ষাকর্তী মায়ের কথা বুঝি। আরেকটু বিশদে বললে, যিনি দৈত্য-বিঘ্ন-রোগ-পাপ-ভয় ও শত্রু বিনাশকারী তিনিই দুর্গা। আবার অন্যভাবে দেখলে দেবী দুর্গার পরিবার আদর্শ পরিবারের নিদর্শন। দুর্গার ডান দিকে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা লক্ষ্মী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ। বাম দিকে কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিক ও কনিষ্ঠ কন্যা সরস্বতী এবং ওপরের চালচিত্রে স্বামী শিব। অর্থাৎ একটি পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যা যা প্রয়োজন - শিক্ষার দেবী হিসেবে রয়েছেন সরস্বতী, ধন-সম্পদের দেবী হিসেবে রয়েছেন মা লক্ষ্মী, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির প্রতীক হিসেবে রয়েছেন শ্রী গণেশ এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতির দেবতা হিসেবে রয়েছেন দেব সেনাপতি কার্তিক। আবার, সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকের মতে, দেবী দুর্গার সংসারে সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশ যথাক্রমে আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণের একসাথে থাকার বার্তা বহন করে।

সাথে সাথে রয়েছে তাদের স্ব স্ব বাহনেরা। সেখানে রয়েছে অহিংস-সহিংস, গৃহপালিত, বন্য, জলচর-স্থলচর-উভচর, পদবিশিষ্ট সরীসৃপ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব শ্রেণির পশুপাখির প্রতিনিধিত্ব। খাদ্য খাদক সম্পর্ক যুক্ত প্রাণীদের দেবী দুর্গার প্রতিমার মধ্যে একই ছাঁচে দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য ভাবে, আমরা দেখতে পাই বনের রাজা সিংহও যেমন রয়েছেন তেমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইঁদুরও একইসাথে রয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সবার মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় রয়েছে, কারণ সাথে জগৎজননী মা রয়েছেন। তবে শুধুমাত্র প্রাণীজগতই না, দেবী দুর্গার পরিবারে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায় সমগ্র উদ্ভিদ জগতকেও। সাধারণত যেটাকে আমরা 'কলাবউ' বলি এবং লোকবিশ্বাসে 'গণেশের বধূ' বলে পরিচিত এবং গণেশের ডান পাশে যার স্থান, সেই নবপত্রিকা আসলে সমগ্র উদ্ভিদজগতের এবং বসুন্ধরার প্রতিনিধি। এটা আসলে নয়টি গাছ। শাক, কন্দ, ঔষধি এবং বৃক্ষ সব শ্রেণির উদ্ভিদের পল্লবই নবপত্রিকায় বিরাজমান। এভাবে পরিবার-সমন্বিতা দুর্গার ভাবনায় যেন সুস্থ সমাজ, সুস্থ জাতি ও সুস্থ রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিতই আমরা পাই। দুর্গা প্রতিমা গড়তে যেমন পবিত্র গঙ্গা জল লাগে তেমনই প্রয়োজন হয় পতিতালয়ের মাটিও। অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে যে আদতে উচ্চ নিচের কোনো ভেদাভেদ নেই এটা সেই বার্তা বহন করে।

সাধারণ অর্থে দুর্গা বলতে আমরা রক্ষাকর্তী মায়ের কথা বুঝি। আরেকটু বিশদে বললে, যিনি দৈত্য-বিঘ্ন-রোগ-পাপ-ভয় ও শত্রু বিনাশকারী তিনিই দুর্গা। আবার অন্যভাবে দেখলে দেবী দুর্গার পরিবার আদর্শ পরিবারের নিদর্শন। দুর্গার ডান দিকে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা লক্ষ্মী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ। বাম দিকে কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিক ও কনিষ্ঠ কন্যা সরস্বতী এবং ওপরের চালচিত্রে স্বামী শিব। অর্থাৎ একটি পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যা যা প্রয়োজন - শিক্ষার দেবী হিসেবে রয়েছেন সরস্বতী, ধন-সম্পদের দেবী হিসেবে রয়েছেন মা লক্ষ্মী, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির প্রতীক হিসেবে রয়েছেন শ্রী গণেশ এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতির দেবতা হিসেবে রয়েছেন দেব সেনাপতি কার্তিক। আবার, সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকের মতে, দেবী দুর্গার সংসারে সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশ যথাক্রমে আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণের একসাথে থাকার বার্তা বহন করে। সাথে সাথে রয়েছে তাদের স্ব স্ব বাহনেরা। সেখানে রয়েছে অহিংস-সহিংস, গৃহপালিত, বন্য, জলচর-স্থলচর-উভচর, পদবিশিষ্ট সরীসৃপ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব শ্রেণির পশুপাখির প্রতিনিধিত্ব। খাদ্য খাদক সম্পর্ক যুক্ত প্রাণীদের দেবী দুর্গার প্রতিমার মধ্যে একই ছাঁচে দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য ভাবে, আমরা দেখতে পাই বনের রাজা সিংহও যেমন রয়েছেন তেমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইঁদুরও একইসাথে রয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সবার মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় রয়েছে, কারণ সাথে জগৎজননী মা রয়েছেন। তবে শুধুমাত্র প্রাণীজগতই না, দেবী দুর্গার পরিবারে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায় সমগ্র উদ্ভিদ জগতকেও। সাধারণত যেটাকে আমরা 'কলাবউ' বলি এবং লোকবিশ্বাসে 'গণেশের বধূ' বলে পরিচিত এবং গণেশের ডান পাশে যার স্থান, সেই নবপত্রিকা আসলে সমগ্র উদ্ভিদজগতের এবং বসুন্ধরার প্রতিনিধি। এটা আসলে নয়টি গাছ। শাক, কন্দ, ঔষধি এবং বৃক্ষ সব শ্রেণির উদ্ভিদের পল্লবই নবপত্রিকায় বিরাজমান। এভাবে পরিবার-সমন্বিতা দুর্গার ভাবনায় যেন সুস্থ সমাজ, সুস্থ জাতি ও সুস্থ রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিতই আমরা পাই। দুর্গা প্রতিমা গড়তে যেমন পবিত্র গঙ্গা জল লাগে তেমনই প্রয়োজন হয় পতিতালয়ের মাটিও। অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে যে আদতে উচ্চ নিচের কোনো ভেদাভেদ নেই এটা সেই বার্তা বহন করে।

আবার, দেবী দুর্গার প্রতিমা আমাদের দেখায় ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়। শুধুমাত্র শক্তিশালী হলেই বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন ধর্মের সাথে থাকা। আমরা দেখতে পাই দেবী দুর্গা সত্ত্বগুণের প্রতীক, বাহন সিংহ রজোগুণের প্রতীক এবং কামরূপী মহিষাসুর তমোগুণের প্রতীক। তমোগুণকে দমন করার জন্য প্রয়োজন রজোগুণ, আবার রজোগুণকে সত্ত্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সে জন্যই মহিষাসুরের উপরে সিংহ এবং সিংহ আবার দেবীর চরণাশ্রিত। দেবী দুর্গার মূর্তি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সমাজে ভালো খারাপ সব কিছু থাকবে ঠিকই কিন্তু যখন সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সত্ত্বগুণ পরিচালিত রজোগুণের দ্বারা তমোগুণ নিষ্ক্রিয় থাকবে তখন সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে; সেটা পরিবার হোক, সমাজ হোক কিংবা দেশ। দেবী দুর্গার রূপ আমাদের এই বিশেষ বার্তাও দেয় যে সমন্বয় ও শান্তির জন্য শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। মা দশভূজা এবং তাই তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র।

প্রসঙ্গত, ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ 'দেবীসূক্তে' দেবী নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করছেন-'অহং রাষ্ট্রী' আমিই বিশ্বভুবনের সম্রাজ্ঞী। জগৎরূপী রাষ্ট্রের আমিই কর্ত্রী।' বিশেষ উল্লেখ্য, আমরা দেখি দেবী প্রতিমার সাথে থাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্যের ঘনীভূত মূর্তি মহিষাসুর। অর্থাৎ ভালোর সাথে সাথে বিরোধী শক্তিরও যে প্রয়োজন আছে এবং তার সর্বশেষ পরিণতি যে বিনাশ, তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত এখানে দেওয়া আছে।

বিশ্ব সমন্বয়ের আদর্শ প্রতীক মা দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাশীল শ্রী অরবিন্দ তার দুর্গাস্তোত্রমে বলেছেন, 'মাতঃ দুর্গে! বলদায়িনি, প্রেমদায়িনি, জ্ঞানদায়িনি, শক্তিস্বরূপিণি ভীমে, সৌম্য-রৌদ্র-রূপিণি! জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান।'

স্বামীজীর মতেও মা দুর্গাই এই বিশ্বের ধারক। তাইতো তিনি স্বদেশমন্ত্রে বলেছেন, ক্ষ্মভুলিও না — তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।ক্ষ্ম অর্থাৎ দেবী দুর্গার আশ্রয়ে রয়েছে এই বিশ্বের জীবকূল। দেবী দুর্গার আদর্শ যে সমাজের আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন তা অনুধাবন করে স্বামী বিবেকানন্দ নিজ উদ্যোগে বেলুড় মঠে দুর্গা পূজার সূচনা করেন, যা আজ সারা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত।

নারী জাতি আমাদের কাছে দেবীস্বরূপা। আমরা বিশ্বাস করি যে কুমারীর মধ্যে আদ্যাশক্তি মহামায়া বিরাজ করছেন। তাইতো, দুর্গাপূজার একটি বিশেষ আচার হিসেবে আমরা দেখতে পাই কুমারীপূজা। দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা যে অবশ্যকর্তব্য দেবীপুরাণেও সেই নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ যখন দেবীপক্ষে মায়ের আরাধনা শুরু হতে চলেছে এহেন সময়েও আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মা বোনেদের উপর কিরকম নররূপী অসুরেরা আক্রমণ হানছে। আরজি করের ডাক্তার দিদিটি কিংবা মাত্র দশ বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে, কেউই তাদের আক্রোশ থেকে বাদ যায়নি। একদিকে যেমন বৃহত্তর পরিসরে সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে মা দুর্গার পূজা চালাতে হবে, তেমনই নররূপী অসুরদের নিধন করতেও 'বলদায়িনি' মা দুর্গার পূজা আরো বেশি করে করতে হবে। তাই কোনোভাবেই, কোনো পরিস্থিতিতেই দুর্গাপূজো বন্ধ রাখার যে চক্রান্ত চলছে তাতে নিমজ্জিত হলে চলবে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, 'অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন।' কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম অকালবোধন প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'রাবণ বধের হেতু মিলিয়া দেবতা।/তোমার বোধন কৈল অকালে বিধাতা।'

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধারের জন্য দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার অকালবোধন করে নবরাত্রি ব্রত করেছিলেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নররূপী অসুরদের নিধন করতে, শুভ শক্তির আরাধনা হোক সমন্বয়ের প্রতীক, বলদায়িনি, প্রেমদায়িনি, জ্ঞানদায়িনি, শক্তিস্বরূপিণি দেবী দুর্গার পূজার মাধ্যমে।

আনন্দকথা

''অনেকদিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গিছলাম। তাকে দেখে বললাম, 'তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না, কেননা, সেটা মিথ্যাকথা হবে।' আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখলাম, সাহেব-টাহেব আনাগোনা করতে লাগল। রজোগুণী লোক, নানা কাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠানো হল। সে বলে পাঠালে, 'আমার গলায় বেদনা হয়েছে।'

''সেই উন্মাদ অবস্থায় আর একদিন বরানগরের ঘাটে দেখলাম, জয় মুখুজ্জে জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক! তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম।

''একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এসেছেছ। কালীঘরে এল। পূজার সময় আসত আর দুই-একটা গান গাইতে বলত। গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় করে রইল।

''হলধারীকে বললাম, দাদা এ কি স্বভাব হল! কি উপায় করি, তখন মাকে ডাকতে ডাকতে ও-স্বভাব গেল।''

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

লন্ডনের স্বামী নারায়ণের মন্দির থেকে প্যারিসের অপেরা হাউস

মহারাজা তোমারে সেলাম-সহ থিমের পুজোয় জমজমাট শ্রীরামপুর

বনস্পতি দে ● শ্রীরামপুর

থিম ও সাবেকিয়ানার মেলবন্ধনে জমজমাট হুগলি জেলার দুর্গাপুজো। ডাইনোসর থেকে সত্যজিৎ রায়ের ভাবনার দেখা মিলবে মণ্ডপে। লন্ডনের স্বামী নারায়ণের মন্দির থেকে প্যারিসের অপেরা হাউস উঠে এসেছে শ্রীরামপুরের বারোয়ারি মণ্ডপে। পুজোর প্রস্তুতি বেশির ভাগ বারোয়ারি শেষ করে ফেলেছে। অনেকে আবার উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। নেতা-মন্ত্রীরা ফিতে কাটতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই প্রথম দফায় ভার্চুয়ালি একগুচ্ছ বারোয়ারি পুজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পুজোর মরসুমে খাপছাড়া বৃষ্টি ভাবিয়ে তুলেছে উদ্যোক্তাদের। শ্রীরামপুর আরএমএস ময়দানে ৫ ও ৬-এর পল্লি গোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সমতির পুজোর মূল উদ্যোক্তা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার লন্ডনের স্বামী নারায়ণের মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। তবে প্রতিমা সাবেকি। এই পুজো ঘিরে প্রবল আগ্রহ রয়েছে শ্রীরামপুরে। পুজো কমিটির উদ্যোক্তা সন্তোষ কুমার সিং বলেন, 'অনেকের সাধ থাকলেও লন্ডন যাওয়ার সামর্থ্য নেই। সেই সমস্ত মানুষের জন্য লন্ডনের স্বামী নারায়ণ মন্দির তৈরি হয়েছে শ্রীরামপুরে। এর আগে টুইন টাওয়ার মানুষের মন কেড়েছিল। এবারেও মানুষের ঢল নামবে।'

শ্রীরামপুরের নিউ বয়েজ ক্লাবের ভাবনা জুরাসিক যুগ। ৩৯ বছরের এই পুজোর মণ্ডপে দেখা যাবে নানা প্রজাতির ডাইনোসর। তবে সবটাই কাগজ দিয়ে তৈরি। পুজো কমিটির উদ্যোক্তা অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ছোটদের উৎসাহ ও আনন্দ দিতেই এই উদ্যোগ। পরিবেশ বান্ধবের বার্তা দিতে আমরা করেছি কাগজের তৈরি মণ্ডপ ও ডাইনোসর।' নেহরু নগর কলোনির পুজো এবার ৭৫ বছরে পড়ল। প্যারিসের অপেরা হাউসের আদলে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ বাহারি আলোয় সাজবে মণ্ডপ, দাবি করলেন পুজো উদ্যোক্তা দেবজিৎ সরকার। নিউ গেট সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পুজো এবার ৮০ বছরে পড়ল। পুজো কমিটির সম্পাদক সংবীর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এবারের ভাবনা শিবশক্তির মহামিলন। এখানে শিব-দুর্গার নানা রুপের দেখা মিলবে।' চণ্ডীতলার জনাই কল্যাণ সমিতি ৫৯ বছরে পড়ল। অগুনতি পাহাড়ি বাঁশের টুকরো দিয়ে তৈরি বাহারি মণ্ডপ। শুভশক্তির আশীর্বাদের হাতের দেখা মিলবে মণ্ডপে। এছাড়া আলোকসজ্জাতেও থাকছে চমক বলে জানিয়েছেন সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী। মাহেশ শিবতলা লেনের পুজোর ভাবনা মহারাজা তোমারে সেলাম। সেখানে সত্যজিৎ রায়ের নানা সৃষ্টির দেখা মিলবে বলে জানিয়েছেন পুজো কমিটির সদস্য শম্ভু জানা। সবমিলিয়ে থিমের পুজোয় জমজমাট গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের শহর শ্রীরামপুর।

প্লাবিত ঘাটালের মণ্ডপে প্রতিমা আসল নৌকোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বন্যায় বন্ধ যোগাযোগের রাস্তা, তাই ঝুঁকি নিয়ে জলপথে নৌকোয় করে প্রতিমা আনছেন ঘাটালের পুজো উদ্যোক্তারা। ঘাটাল ব্লকের মনশুকা এলাকায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল। তাই একটু দেরি হলেও ধীরে ধীরে দুর্গা প্রতিমা ও পুজো মণ্ডপ সহ সমস্ত কিছু নতুন করে গড়ে তুলছে ঘাটালের পুজো কমিটিগুলি। সোমবার মনশুকার পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এই বছরের পুজোর থিম মহাকাল।

মধ্যপ্রদেশের মহাকাল মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে তাদের মণ্ডপ বা থিম। বৃষ্টির জল ও বিভিন্ন জলাধার থেকে ছাড়া জলে প্রায় ১৭- ১৮ দিন প্লাবিত ছিল বিভিন্ন জায়গা। বন্যায় ভেঙে গিয়েছে মনশুকা এলাকার বাঁশের

সাঁকোগুলি। তাই নৌকোয় করে মণ্ডপে প্রতিমা আনছেন উদ্যোক্তারা। তারা জানিয়েছেন, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও পুজো তো করতে হবেই।

সেতুগুলি ভেঙে যাওয়ায় নৌকোয় করে মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে আসা থেকে শুরু করে এরকম নানা দুর্ভোগ মাথায় নিয়েও বানভাসি এলাকার মানুষজন পুজোর আনন্দে মেতে উঠবেন।

জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু শিশুকন্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক শিশু কন্যার, নাম তিষা দে (৩)। বাড়ি জয়পুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে। জানা যায়, প্রতিদিনের মতো আইসিডিএস সেন্টারে ঠাকুমার হাত ধরে যাচ্ছিল পড়াশোনা করতে। সেই সময় এলাকায় দুয়ারে রেশন প্রকল্পের রেশনের চাল দেওয়ার প্রস্তুতি চলে,সেই জন্য ঠাকুমা আঙুলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে যায় শিশুকন্যাকে রেখে । আর সেই সময় আচমকায় চোখের নিমিষে উধাও হয়ে যায় শিশু কন্যা, আর তারপরেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দৃশ্য। পাশেই পুকুরের জল থেকে উদ্ধার হয় ওই শিশু কন্যার নিথরদেহ। খবর দেওয়া হয় জয়পুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই পুকুরের জল থেকে উদ্ধার করে দেহ। পুলিশ উদ্ধার করে প্রথমে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে সেখানে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন, এবং পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

অ্যাম্বুল্যান্স উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে এলাকার মানুষের সুবিধার্থে একটি অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন করেন কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে। মঙ্গলবার বিকালে পানাগড়ের রণডিহা মোড়ে পানাগড় ডিসপোজাল মটর পার্টস অ্যান্ড স্ক্র্যাপ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন করেন কাঁকসার বিডিও। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরা সহ পানাগড় রেল পুলিশের আধিকারিকরা ও বুদবুদ থানার ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক ও এলাকার বিশিষ্টজনেরা। পাশাপাশি এদিন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে এলাকার প্রায় ৫০০ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

চোলাই মদ কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার রাজা মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হামিরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে অবৈধভাবে চোলাই মদ তৈরি

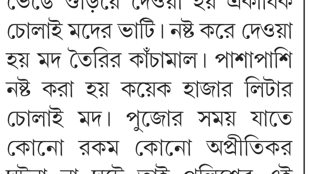

করে বিক্রি করছিল এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তি। গোপন সূত্রে খবর আসে সোনামুখী থানা পুলিশের কাছে। অভিযান চালায় পুলিশ। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একাধিক চোলাই মদের ভাটি। নষ্ট করে দেওয়া হয় মদ তৈরির কাঁচামাল। পাশাপাশি নষ্ট করা হয় কয়েক হাজার লিটার চোলাই মদ। পুজোর সময় যাতে কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই পুলিশের এই অভিযান।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক শাখা : ঢাকুরিয়া
স্বর্ণ অলংকার নিলাম

নিম্নোক্ত ব্যক্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ঢাকুরিয়া শাখা** থেকে স্বর্ণবন্ধক দ্বারা ঋণগ্রহণ করেছিলেন। সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, সাধারণ নিলামে ২৫.১০.২০২৪ তারিখে সকাল ১১ টায় তা বিক্রি করা হবে বকেয়া আদায়ের জন্য কারণ বকেয়া আদায়ের সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নোটিশের পর কোনও উত্তর না দেওয়ার জন্য।
আগ্রহী ডাকদাতারা ২৪.১০.২০২৪ তারিখের পূর্বে শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঢাকুরিয়া শাখার** অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে ফেরতযোগ্য জামিন হিসেবে দাখিল করে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য পরিচয় প্রামাণ্য নথি, ঠিকানা নথি দাখিল করতে পারেন। ডাক গ্রহণের পর ডাক পরিমাণ অব্যবহিতভাবে দাখিল করে স্বর্ণ গ্রহণ করতে পারেন। সফল ডাকদাতা নিলামের পর অলংকার গ্রহণ না করলে জামিন জমা বাজেয়াপ্ত হবে।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।

শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ঋণ পরিমাণ (টা.)	মোট বকেয়া (টা.) (০৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী)	অলংকার পরিমাপ (মোট ওজন)	অলংকার বিবরণ	ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্য
ঢাকুরিয়া	শৌভিক পাল, পিতা অসিত পাল ৯/১ গরফা মনসাতলা লেন, সন্তোষপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫	৮৫০০০.০০	৯২৩৮০.০০	৩৪.৬৬০ গ্রাম	নেকলেস ১টি কানের দুল - ২টি, চেন - ২টি	১,৫৯, ০০০.০০ টাকা

প্রতিটি ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ৫০০.০০ টাকা।
আরও বিস্তারিত নিয়ম এবং নিলামের শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঢাকুরিয়া শাখা, ৪৩ই/১এ, ঝিল রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৩১, পব** d594@indianbank.co.in, ৯০৮৮৯৩৬৯৩৬ সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
নিলাম প্রক্রিয়াধীন অলংকারের মান এবং স্পেসিফিকেশন বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় নেবে না। তা সম্পূর্ণ সফল ডাকদাতা/ক্রেতার ঝুঁকিতে গণ্য।
স্থান : কলকাতা, তারিখ : ০৯.১০.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৪ ব্যারাক রোড, পো. ব্যারাকপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা
পিন - ৭০০১২০ ইমেল - sbi.64076@sbi.co.in
ভেহিকেল নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী অমিত সরকার, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৬১২১ ইমেল আইডি - sbi.64076@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ [(দ্রষ্টব্য রুল ৬(২) সংস্থান]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) অধীনে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ২৪.১০.২০২৪ সময় ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ
ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/দায়বদ্ধ অবস্থায় জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট রয়েছে। গাড়িগুলি সিজড করা হয়েছে যা নেওয়া হয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার (সিকিউরড ক্রেডিটর) দ্বারা বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে ২৪.১০.২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতার অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রম নং ১. সঞ্জয় চৌধুরী, এ/সি নং ৩৯৭৯৩৭৪৭৪৯৪, বকেয়া পরিমাণ : ৭,১৪,৬৬৪.০০ টাকা ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ। সংরক্ষিত মূল্য : ৩,৪৭,৪০০.০০ টাকা। বায়না জমা : (ইএমডি) ৩৪,৭৪০.০০ টাকা এবং বর্ধিত মূল্য ১,০০০.০০ টাকা।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.১০.২০২৪
কার বিস্তারিত : মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লি., মারুতি সুইফট জেডএক্সআই (পেট্রোল) রেজি . নং ডব্লুবি ০২একিউ৫৪৯৬, রেজি. তারিখ : ২৫.১১.২০২০। নির্মাণ বর্ষ : ২০২০।

ক্রম নং ২ শ্রী বিপুল কৃষ্ণ সিকদার, এ/সি নং ৩৭০৯৯৩৩২৩৫৯৭৮, বকেয়া পরিমাণ ১,৮৭,৯৫৭.৯৯ টাকা, ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ। সংরক্ষিত মূল্য ১,৩৮,০০০ টাকা, বায়না জমা (ইএমডি) ১৩,৮০০ টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য ১,০০০.০০ টাকা।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.১০.২০২৪
কার বিস্তারিত : মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লি., মারুতি অল্টো কে১০ ভিএক্সআই, পেট্রোল, রেজি.নং ডব্লুবি২৪এএম৬৩৭০, রেজি. তারিখ : ১৫.০৯.২০১৭,নির্মাণ বর্ষ : ২০১৭।

ক্রম নং ৩ শ্রী ইন্দ্রনীল ধর, এ/সি নং ৩৯০৪৭৭৮০০৫৫, বকেয়া পরিমাণ : ২,৩২,৩৭১.০০ টাকা ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ। সংরক্ষিত মূল্য : ১,৯৬,০০০ টাকা, বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ : ১৯,৬০০ টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য : ১,০০০.০০ টাকা।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.১০.২০২৪
কার বিস্তারিত : মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লি., মারুতি অল্টো কে১০ ভিএক্সআই, পেট্রোল, রেজি নং ডব্লুবি২৪এডব্লু১৩৪৩, রেজি. তারিখ: ২৪.০১.২০২০, নির্মাণ বর্ষ : ২০২০।

ক্রম নং ৪ সায়নাজ খাতুন এ/সি নং ৩৫৪২৮১৪৯৬০৬, বকেয়া পরিমাণ : ২,২৩,৭৫৩.৭৮ টাকা, ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ। সংরক্ষিত মূল্য : ৭৫,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ : ৭,৫০০.০০ টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য ১,০০০.০০ টাকা।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.১০.২০২৪
কার বিস্তারিত : টাটা মোটর, ইন্ডিগো সিওডি এলএক্স ওআর৪,ডিজেল, রেজি নং ডব্লুবি ২৫জি ০১৯১, রেজি তারিখ : ১৮.০২.২০১৬, নির্মাণ বর্ষ : ২০১৫।

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দেখুন
তারিখ : ০৯.১০.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : ব্যারাকপুর — এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী বাবলু দাস** পিতা ক্ষুদিরাম দাস **এবং শ্রীমতি মামনি দাস,** স্বামী বাবলু দাস, **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম এবং পো : গুসকরা, থানা : আউসগ্রাম, রবীন্দ্র সরণি রোড, এডিএসআর গুসকরা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১২৮	**সম্পত্তি বাবলু দাস পিতা ক্ষুদিরাম দাস এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-৬৩৫৮/১৯৮২ এবং ১-২৩১৯/২০০৩।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ মোট এরিয়া ০.০৩ একর। সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : গুসকরা, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ৫১৭২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৭৬/৪৩৭৯, হোল্ডিং নং ৩৭, ওয়ার্ড নং ০৮, গুসকরা পুরসভা অধীন, শ্রেণি : বাস্তু, মহল্লা : রবীন্দ্র সরণি, পো : গুসকরা, থানা : আউসগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১২৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : নারায়ণ চন্দ্র দাসের জমি সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যর ভবন, পূর্বে : পুকুর, পশ্চিমে : পুর সড়ক।	১) ০৮.০৬.২০২১ ২) ০৫.১০.২০২৪ ৩) ১৮,২৩,০৭৫.৯০ টাকা (আঠার লাখ তেইশ হাজার পঁচাত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা ০৮.০৬.২০২১ **অনুযায়ী এবং** ০৯.০৬.২০২১ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ
	২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে আমাদের পূর্বের সকল নোটিশ বাতিল/খারিজ/প্রত্যাহার করা হল। উক্ত রুল এবং আইন অধীনে সংশ্লিষ্ট সংস্থান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই।		
২	**ঋণগ্রহীতা : মন্ময় মিশ্র** পিতা যুগল কৃষ্ণ মিশ্র, ফ্ল্যাট নং সি-১, ৪র্থ তল, আসিয়ানা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ২৭, রাধাগোবিন্দ নগর রোড, কোতরং, পো : হিন্দমোটর, উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২৩৩।	**সম্পত্তি মন্ময় মিশ্র পিতা যুগল কৃষ্ণ মিশ্র এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০০৪৪০-২০১৯ সালের।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের **ফ্ল্যাট নং সি-১, আসিয়ানা অ্যাপার্টমেন্ট,** দক্ষিণ-পূর্ব মুখী, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৩০৩.২৮ বর্গফুট, এবং ৩৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , এক বেড রুম, এক লিভিং রুম, এক কিচেন, এবং এক টয়লেট, ৪র্থতলে, অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ২৭, রাধা গোবিন্দ নগর রোড, ওয়ার্ড নং ৪, উত্তর পাড়া কোতরং পুরসভা অধীন, পো হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২৩৫। **সম্পত্তি শ্রী মন্ময় মিশ্র এর নামে** উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০০৪৪০-২০১৯ সালের, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৬৭৫১ থেকে ১৬৭৮৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি। **ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং সি২, দক্ষিণে : সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা, পশ্চিমে : সিঁড়ি, লিফট, পূর্বে : সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা।	১) ২৩.০৭.২০২৪ ২) ০৮.১০.২০২৪ ৩) ১৪,১৩,৪৫৫.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ তেরো হাজার চারশ পঞ্চান্ন টাকা) টাকা ২৩.০৭.২০২৪ অনুযায়ী ২৪.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ০৯.১০.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - বর্ধমান, হুগলি — এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক শাখা : গড়িয়া
স্বর্ণ অলংকার নিলাম

নিম্নোক্ত ব্যক্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের গড়িয়া শাখা** থেকে স্বর্ণবন্ধক দ্বারা ঋণগ্রহণ করেছিলেন। সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, সাধারণ নিলামে ২৫.১০.২০২৪ তারিখে সকাল ১১ টায় তা বিক্রি করা হবে বকেয়া আদায়ের জন্য কারণ বকেয়া আদায়ের সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নোটিশের পর কোনও উত্তর না দেওয়ার জন্য।
আগ্রহী ডাকদাতারা ২৪.১০.২০২৪ তারিখের পূর্বে শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গড়িয়া শাখার** অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে ফেরতযোগ্য জামিন হিসেবে দাখিল করে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য পরিচয় প্রামাণ্য নথি, ঠিকানা নথি দাখিল করতে পারেন। ডাক গ্রহণের পর ডাক পরিমাণ অব্যবহিতভাবে দাখিল করে স্বর্ণ গ্রহণ করতে পারেন। সফল ডাকদাতা নিলামের পর অলংকার গ্রহণ না করলে জামিন জমা বাজেয়াপ্ত হবে।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।

শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ঋণ পরিমাণ (টা.)	মোট বকেয়া (টা.) (০৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী)	অলংকার পরিমাপ (মোট ওজন)	অলংকার বিবরণ	ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্য
গড়িয়া	বিমলা কেশী জি-২৬, ব্যানার্জি পাড়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪	২২,০০০/-	১৩,৮৩১/-	১২.৩২ গ্রাম	অলঙ্কার	৪৩,০৪০ টাকা
গড়িয়া	কিশান কেশী জি-২৬, ব্যানার্জি পাড়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪	৭২, ৫০০/-	৬৫,০৮০/-	৫৬.০৯ গ্রাম	অলঙ্কার	১,২২, ৬৯৬ টাকা

প্রতিটি ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ৫০০.০০ টাকা।
আরও বিস্তারিত নিয়ম এবং নিলামের শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গড়িয়া শাখা** সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
নিলাম প্রক্রিয়াধীন অলংকারের মান এবং স্পেসিফিকেশন বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় নেবে না। তা সম্পূর্ণ সফল ডাকদাতা/ক্রেতার ঝুঁকিতে গণ্য।
স্থান : কলকাতা, তারিখ : ০৯.১০.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
শাখা অফিস :এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **শ্রী অমিত পাল,** পিতা প্রয়াত অনিল কুমার পাল (স্বত্বাধিকারী : মেসার্স মা কালী ফুড প্রোডাক্টস), পদ্মপুকুর, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪০১	ক) ২৬,২৩,৯৪৭.০২ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং xxxxxxxxxxxx8615 অধীন, ২৪.০৭.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ), ২,৬০, ০৪২.০০ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং xxxxxxxxxx5588 অধীন, ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) এবং ৩,১১,৩৭০.০০ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং xxxxxxxxxxxxxx৩২৩৩, ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) খ) ১১.০৬.২০২৪ গ) ০৫.১০.২০২৪

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬ ২/৫ ডেসিমেল,অবস্থিত মৌজা : পদ্মপুকুর, জেএল নং ২৬৩, খতিয়ান নং ১০৪, দাগ নং ১৪৭, থানা : কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন, ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত দলিল মোতাবেক।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স শৈলজা পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড,** ২৩এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা, পিন : ৭০০০১৭। ২. **শ্রী রচিত আগরওয়াল (ডিরেক্টর)** পিতা প্রয়াত বিজয় কুমার আগরওয়াল, ১১ কে এল সায়গল সরণি, ৭৪৯,ব্লক -পি, পো এবং থানা : নিউ আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০৫৩। ৩. **শ্রী মায়ঙ্ক আগরওয়াল (ডিরেক্টর)** ১১, কে এল সায়গল সরণি,কলকাতা : ৭০০০৫৩। ৪. **ক্যামেলিয়া ডিলার্স প্রা লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ২৩এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা, পিন : ৭০০০১৭।	ক) ৩,৬৬,৬৫,০০৫.৯৯, এ/সি নং xxxxxxxxxxxxxx৪১৩৭, বকেয়া ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৯.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) এবং ৬৫,৬১,৯৪৮.৯৯, এ/সি নং xxxxxxxxxxxxx৫৬৩৬ অধীন বকেয়া ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৯.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) মোট ৪,৩২,২৬,৯৫৪.৯৮ (চার কোটি বত্রিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার নয়শো চুয়ান্ন টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) টাকা। খ) ৩১.০৫.২০২৪ গ) ০৭.১০.২০২৪

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ
সম্পত্তি নং ১ : নর্থ ম্যানশনে (পুরানো এবং ভগ্ন ভবন)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এনএম-২০১,৩য়তলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২১৬৩ বর্গফুট, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬১ডি, এলিয়ট রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : পার্ক স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ০৬১, কলকাতা ৭০০০১৬।
সম্পত্তি নং ২ : নর্থ ম্যানশন এর অ্যানেক্স স্থিত (পুরানো এবং ভগ্ন ভবন)।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ২০৩, ৩য় তলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫৭ বর্গফুট, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬১ডি, এলিয়ট রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : পার্ক স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ০৬১, কলকাতা ৭০০০১৬।
সংশ্লিষ্ট জমি স্থিত নির্মিত ভবন এবং অন্যান্য সম্পদ যেমন আসবাব এবং ফিক্সচার, সরঞ্জাম, মেশিনারি স্থায়ী এবং অস্থায়ী, নির্মাণ এবং অন্যান্য সম্পদ অবস্থিত।
তারিখ : ০৯.১০.২০২৪ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank
টেলিফোন: (০৩৪৩) ২৫৪৬৮৭১, ২৫৪৬৮৪০, মোবাইল: ৯৯৩২১৩৩১৫৪, টেলি ফ্যাক্স- (০৩৪৩) ২৫৪৬৮৬৩, ই-মেইল: zodurgapur@pnb.co.in, zodgpgad@pnb.co.in
গাড়ি বিক্রয়

এতদ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত গাড়িগুলি "যা আছে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে । পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস দুর্গাপুর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬ পশ্চিম বর্ধমান থেকে নিম্নলিখিত গাড়িগুলি কেনার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিদের কাছ থেকে সিল করা কোটেশনগুলি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । গাড়ি দেখানোর তারিখ ও সময়- **১৫.১০.২০২৪** তারিখে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা জোনাল অফিস প্রেমিসেসে। ডেপুটি-জেনারেল ম্যানেজারের কাছে কোটেশন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় **২২.১০.২০২৪** তারিখ ব্যবসায়িক সময় পর্যন্ত। কোটেশন খোলার তারিখ ও সময় **২৪.১০.২০২৪** তারিখ দুপুর ১২ টায়। বায়না অর্থের জন্য ড্রাফ্ট পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পক্ষে দুর্গাপুরে প্রদেয় হতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন নং.	নাম ও মডেল	ক্রয়ের তারিখ	রিজার্ভ মুল্য (জিএসটি সহ)	বায়না অর্থ (পরিমাণ)
WB0BC6587	টয়োটা ইটিওস (পেট্রোল)	২৩.০১.২০১৭	২,১০,০০০.০০ টাকা	২১,০০০.০০ টাকা
WB06E8142	মারুতি সুজুকি ডিজিয়ার (পেট্রোল)	০৫.০৮.২০১০	৬৫,০০০.০০ টাকা	৬,৫০০.০০ টাকা

দ্রষ্টব্য: বায়নার অর্থ সফল দরদাতার সাথে সমন্বয় করা হবে অন্যথায় ফেরতযোগ্য।
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর
তারিখ: ০৯.১০.২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক শাখা : দক্ষিণ কলকাতা
স্বর্ণ অলংকার নিলাম

নিম্নোক্ত ব্যক্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের দক্ষিণ কলকাতা শাখা** থেকে স্বর্ণবন্ধক দ্বারা ঋণগ্রহণ করেছিলেন। সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, সাধারণ নিলামে ২৫.১০.২০২৪ তারিখে সকাল ১১ টায় তা বিক্রি করা হবে বকেয়া আদায়ের জন্য কারণ বকেয়া আদায়ের সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নোটিশের পর কোনও উত্তর না দেওয়ার জন্য।
আগ্রহী ডাকদাতারা ২৪.১০.২০২৪ তারিখের পূর্বে শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দক্ষিণ কলকাতা শাখার** অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে ফেরতযোগ্য জামিন হিসেবে দাখিল করে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য পরিচয় প্রামাণ্য নথি, ঠিকানা নথি দাখিল করতে পারেন। ডাক গ্রহণের পর ডাক পরিমাণ অব্যবহিতভাবে দাখিল করে স্বর্ণ গ্রহণ করতে পারেন। সফল ডাকদাতা নিলামের পর অলংকার গ্রহণ না করলে জামিন জমা বাজেয়াপ্ত হবে।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।

শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ঋণ পরিমাণ (টা.)	মোট বকেয়া (টা.) (০৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী)	অলংকার পরিমাপ (মোট ওজন)	অলংকার বিবরণ	ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্য
দক্ষিণ কলকাতা	স্বপন দাস	১৭,০০০/-	১৮,১৩২/-	৬.৩৮ গ্রাম	১টি সোনার চেন	৩৪,৮১৮/-
দক্ষিণ কলকাতা	সঞ্জয় হালদার	২৭,০০০/-	২৯,৭৫৭/-	২১.৪৭ গ্রাম	১) ১টি নেকলেস পাথর বসানো ২) এক জোড়া ঝুমকো ৩) ১টি রিস্টলেট	৯৯,৫৭২/-
দক্ষিণ কলকাতা	পিয়াস চক্রবর্তী	১,২৭,০০০/-	২,৭১,৪৩১/-	১১২.৬৫ গ্রাম	১) ২টি চেন ২) ২টি চুড়ি	৩,৫৯, ৭৪৪/-

প্রতিটি ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ৫০০.০০ টাকা।
আরও বিস্তারিত নিয়ম এবং নিলামের শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দক্ষিণ কলকাতা শাখা, ১১১/২ এস পি মুখার্জি রোড কলকাতা - ৭০০০২৬ পব** k774@indianbank.co.in, ৯৮৮৪৬৮৭৮৫০ সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
নিলাম প্রক্রিয়াধীন অলংকারের মান এবং স্পেসিফিকেশন বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় নেবে না। তা সম্পূর্ণ সফল ডাকদাতা/ক্রেতার ঝুঁকিতে গণ্য।
স্থান : কলকাতা, তারিখ : ০৯.১০.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SIMPLEX PROJECTS LIMITED
CIN: L45201WB1990PLC050101
Regd. Office: 12/1 Nellie Sengupta Sarani, Kolkata-700 087
Phone : 033-2252-7231/7232 & 2285-4125, Fax: 033-2252-8013
E-mail: investors@simplexprojects.com, Website: www.simplexprojects.com

NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE INFORMATION S

1. **Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened at 11.30 A.M IST, Wednesday, the 30th Day of October,2024 through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility** to transact the Business as set out in the Notice which will be circulated for convening the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules farmed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April' 2020, 17/2020 dated 13th April' 2020 and 20/2020 dated 5th May' 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 9/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular(s)"), the Company has decided to conduct the AGM through VC/OAVM facility without the physical presence of the Members at a common venue.
2. **The Notice of the 31st AGM and the Annual Report including the Financial Statements for the year ended 31st March' 2021 ("Annual Report") will be sent only by E-mail to all those Members,** whose E-mail Address are Registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circular(s) as mentioned above. Members can join and participate in the **31st** AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the **31st** AGM and the manner of participation in the remote E-Voting or casting Vote through the E-Voting System during the **31st** AGM are provided in the Notice of the **31st** AGM. Notice of the **31st** AGM and the Annual Report will be made available on the Website of the Company i.e. **www.simplexprojects.com** and on the website of the National Securities Depositories Limited (NSDL). Members may also access the Annual Report of the Company through the following **link : https://www.simplexprojects.com/ include/ Util/download.php?f=/finantial_doc/ANNUAL%20ACCOUNTS%202020-21.pdf.**
3. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the Members can cast their vote though remote e-voting at the time of AGM and join the AGM through VC.
4. The members will have any opportunity to cast their vote(s) remotely in respect of the business to be transacted at the AGM through remote E-voting and for this purpose, it has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. Accordingly, the facility of casting votes by a Member using remote e-Voting system before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM will be provided by NSDL. The detailed procedure for remote E-voting for the members holding shares in dematerialised mode or physical mode is provided in the Notice of the AGM. The remote E-voting period commences on **Sunday, 27th October,2024 (9.00 a.m. IST)** and ends on **Tuesday 29th October,2024 (5.00 p.m. IST)**. During this period, members holding shares either in physical or dematerialised form, as on cut-off date i.e., as on **Wednesday, 23rd October,2024** may cast their vote(s) electronically. The E-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter.
5. **Members holding shares in physical form who have not registered their E-mail / Bank Account** details, are requested to visit **https://wisdom.cameoindia.com** portal of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars and Share Transfer Agents (RTA), and register their E mail and other details, in order to receive a copy of AGM Notice, Annual Report and login details for remote E-voting or casting Vote through the E-Voting System during the AGM.
6. **Members holding shares in demat form can update their E-mail address & Bank account** details by submitting a request to the concerned depository participant.
7. Those Shareholders who have already registered their E-mail address are requested to keep their E-mail addresses validated with their depository participants/ the Company's Registrar and Share Transfer Agent, to enable servicing of Notices/ documents/ Annual Reports electronically to their E-mail addresses.
8. In case of any queries including issues and concerns related to remote E-voting or casting Vote through the E-Voting System during the AGM, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager at **evoting@nsdl.co.in**

The above notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in Compliance with the MCA Circular(s).

For Simplex Projects Limited
Sd/-
Sohini Shukla
(Company Secretary)
ACS: 48409
Place : Kolkata
Date : 08.10.2024

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

বিক্রয় নোটিশ (দায়বদ্ধ স্বর্ণ অলংকারের নিলাম)

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনগত উত্তরাধিকারীগণ, স্বর্ণের গহনা/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ করেননি। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল যে যদি তারা ২৯.১০.২০২৪-এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণের ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ব্যয় সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলি ই-নিলামের জন্য জমা দেওয়া হবে। ব্যাংক কর্তৃক **৩০.১০.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত** ই-নিলাম ওয়েবসাইটের **http://egold.auctiontiger.net** মাধ্যমে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ঋণগ্রহীতার খরচে। এর জন্য ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাদের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তিদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। অধিকন্তু, প্রয়োজনে ব্যাংক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ এবং সময় পরিবর্তন করার বা কোন কারণ ব্যতিরেকে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট	মোট নেট ওজন	মোট গ্রস ওজন	বকেয়া পরিমাণ	ইএমডি পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত
১	বারাসত	আশিস দত্ত	৪২৪২৭৭৬১০০০০৫৬০	৩৭.৮০	৪১.৯০	১৮৬২২২	ইএমডি পরিমাণ - ২৫,০০০ টাকা; ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত; অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড; ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক; বর্তমান অ্যাকাউন্ট নম্বর: ০০২৪০৫০১৯৪০৮; শাখা: জেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ; আইএফএসসি কোড: ICIC0000024
২	ভেবিয়া	আব্দুল হালিম মন্ডল	৪২৫০৭৭৬১০০০০৮৩৩	৯.৬০	১১.৫৪	২৯৩২৫	
৩	বিরামনগর	রাকেশ বৈদ্য	৪৩২৬৭৭৬১০০০০৮৫৩	৪.০০	৪.২৫	২০১২৭	
৪	ছাপড়া	শুভজিৎ মোদক	৪১২৩৭৭৬১০০০৪০১০	৩০.২০	৩৭.৫০	১০৪২৮৬	
৫	গোলাবারি	মধুমিতা ঘোষ	৪২৪৫৭৭৬১০০০০৪৯৯	১৩.২০	১৪.৬৫	৭৪৬০৯	
৬	নকারি	অরুণ বিশ্বাস	৪২২৫৭৭৬১০০০০৬১৬	৪.১০	৪.৬০	২০৩৬৭	
৭	নকারি	অরুণ বিশ্বাস	৪২২৫৭৭৬১০০০০৬০৪	১৮.৭০	২২.৩০	৯৪৭৬৬	
৮	নকারি	অরুণ বিশ্বাস	৪২২৫৭৭৬১০০০০৫০৯	২৭.১৫	৩১.৭০	১২৭১১৫	
৯	নকারি	অরুণ বিশ্বাস	৪২২৫৭৭৬১০০০০৬০৩	৩৪.৭০	৪৩.৭০	১৭৬৬০৮	
১০	সুন্ডিপুকুর	মিজানুল হক বিশ্বাস	৪৩৩৯৭৭৬১০০০১৭৬৯	৩.৪০	৩.৬৩	১১৭৫৭	
১১	আরবান রানাঘাট	অরুণ বিশ্বাস	৪০৭৯৭৭৬১০০০১০৭৮	১৭.৯০	১৮.৯০	৮২০৯৯	

নিলামের শর্তাদি :
ব্যাঙ্ক রত্ন/অলংকারের মান বিষয়ে দায়বদ্ধ নয়। অলংকার " যেমন অছে" ভিত্তিতে নিলাম করা হবেন। স্বর্ণের বিষয়ে যিনি বন্ধক রেখেছেন এবং যিনি সফল ডাকদাতাই দায়বদ্ধ হবেন । সফল ডাকদাতাকে স্বর্ণ বিক্রির ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিমাণ দাখিল করতে হবে অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক নিলাম বিক্রি বাতিল করতে পারে। আগ্রহী ডাকদাতারা বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে নিলাম পোর্টাল দেখতে পারেন। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই নিলামের সূচি পরিবর্তন/সংশোধন/বাতিল করার অধিকার রাখে। স্বর্ণ অলংকার নিলামের পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না। ব্যাঙ্ক যে কোনও ডাক নিলামের যেকোনও পর্যায়ে গ্রহণ/বাতিল করতে পারে এবং পরিবর্তন,সংশোধন এবং ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকার রাখে। নিলামের ডাকে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ম এবং শর্তাদি পালনে এবং সমুদয় কর এবং শুল্ক, এবং অন্যান্য যাবতীয় মূল বা প্রচ্ছন্ন দাবিদারের দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ হিসেবে গণ্য হবেন। নিলামের সময়ে নিলামে অংশগ্রহণকারী ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে অবগত এবং সংশোধনী, যদি কিছু থাকে, বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন বলে গণ্য করা হবে। ডাক দেওয়ার পর কোনও আপত্তি বা অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। কোনও সম্যক অবধানের ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণে নোটিশের ইংরেজি মাধ্যমকেই সঠিক বলে গণ্য করতে হবে।
অনলাইন নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ৩০.১০.২০২৪ তারিখ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ পর্যন্ত আইএসটি অনুযায়ী।আগ্রহী ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ই-প্রোকিওরমেন্ট টেসনোলজিস লি. (অকশন টাইগার), যোগাযোগ ৯০২৩৭২৪৭৮০/৬৩৫১৮৯৬৬৪০ বা ইমেল আইডি : egold@auctiontiger.net নিলাম প্রক্রিয়ায় অনলাইনে অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য।
তারিখ : ০৯.১০.২০২৪ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বারাসত — ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

আরজি কর কাণ্ড ফুটে উঠল অষ্টম শ্রেণির রূপম ঘোষের অঙ্কন শিল্পে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: এবছর আরজি কর কাণ্ডের আবহে দেবীর বোধন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় এ বছর যেন কোথাও একটা তাল কেটে গিয়েছে। বাঙালি চেষ্টা করছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নাটকীয় ঘটনা ভুলে উৎসবে মেতে থাকতে। তবুও কোথাও যেন একটা বিষন্নতার ছায়া। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী চিকিৎসক অভয়ার খুনের বিচার এখনো চলছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার জেরে একাধিক মামলায় আরজি কর

মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। মহালয়ার পুণ্য লগ্নে মন খারাপ অনেকের। বলা ভালো আরজি কর কাণ্ডের ছাপ পড়েছে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের মনের মধ্যে। বাদ যায়নি কিশোর মন ও। তাই দেবী দুর্গার ছবি আঁকতে গিয়ে আরজি কর কাণ্ডের ছায়া ফেলে হৈচৈ ফেলে দিয়েছে বাগনান কলেজ সংলগ্ন রাউত পাড়ার কিশোর রূপম ঘোষ। অষ্টম শ্রেণির এই ছাত্র নিজে হাতে যেমন বছর কয়েক ধরে দেবী দুর্গার প্রতিমা তৈরি করে পুজোর আয়োজন করে তেমনি এবছর ও করছে বটে কিন্তু তার মনেও আরজি করের ছায়া। ছবি আঁকতে গিয়ে দেবী দুর্গা কোলে করে আঁগলে রাখছেন চিকিৎসককে আর দুষ্কৃতীদের এখানে রূপকল্পে জলরঙে ছবি এঁকে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছে রূপম। সামাজিক মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের কাছে প্রশংসা কুড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, রূপমের বাবা শুভজিৎ পেশায় একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী, মা গৃহবধূ, বাড়িতে ঠাকুরমা, ঠাকুরদা নিয়ে তাদের সংসার। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মতোই বেড়ে উঠছে সে। কিন্তু বয়সন্ধিক্ষণে আরজি কর কাণ্ডের মতো ঘটনা তার মনেও প্রভাব ফেলেছে। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো হকচকিত তাজমা মোনালি দেবী এবং অঙ্কন শিক্ষক সৈকত খাঁড়া ও। শিল্পীর মন যদি তার শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তাহলে আরজিকর কাণ্ডেও যে কিশোর প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছে এই ঘটনা তারই প্রমাণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বড় বাগান প্রান্তিক সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে পঞ্চমীর মহাসন্ধ্যায় সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত মিশন বিদ্যাসাগরের কর্ণধার অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিউড়ি বড়বাগান একের পল্লি এবার পুজো মণ্ডপ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি করেছে, ৫০ বছরে তাদের নিবেদন 'শঙ্খ ক্ষেত্রে শংকরী'।

বক্রেশ্বর শিবাজী সংঘের শীতলপাটি খড় দিয়ে তৈরি দুর্গা প্রতিমা।

ইছামতি নদীবক্ষে ভাসমান রেস্তোরাঁ, থাকবে বাড়তি আকর্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট পুরসভার মাথায় নয়া পালক দিনরাতে ভ্রাম্যমান লঞ্চ। টাকির পর বসিরহাটের পর্যটনের নতুন দিগন্ত খুলে গেল। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট পুরসভার উদ্যোগে ইছামতি নদীর বোটঘাট থেকে

সোমবার বিকেল থেকে যাত্রা শুরু করল চলমান লঞ্চ। যেখানে থাকবে পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ। এক ঘণ্টায় ৩০০ টাকা তার সঙ্গে চা কফি বিস্কুট পাশাপাশি ইছামতির নদীর কাকড়া, চিংড়ি মাছ বিভিন্ন নোনা মাছের বাহারি মেনু। আগে থাকতে নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করে বুকিং করতে হবে। নম্বরগুলি হল, ৭৬৭৯২২২৯০২, ৯৭৩৩৭২০১৯৪। ইতিমধ্যে পুজোর কটা দিন বুক হয়ে গেছে পাশাপাশি ইছামতি নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে এই ভ্রাম্যমান লঞ্চ পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। পুজোয় এই উপহার পেয়ে রীতিমতো খুশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকরা। বসিরহাটে এই প্রথম লঞ্চ ভাসমান রেস্তোরাঁ পেয়ে খুশি। যেখানে রয়েছে একাধিক প্রাচীন নিদর্শন যেমন ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের পানিতর গ্রামে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম শ্রী গৌরি দেবীর বাড়ি প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃতি বহন করে এসেছে সেইসব নিদর্শন দেখতে পাবে। পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ দিনেশ মজুমদারের স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন বাড়ি। শতাব্দী প্রাচীন বহু প্রাচীন বাড়ি রয়েছে যেমন বসু, কর, ব্যানার্জি, ভট্টাচার্য সহ একাধিক প্রাচীন জমিদার বাড়ির নিদর্শন চাক্ষুষ করতে পারবেন, অন্যদিকে সংগ্রামপুরে সংগ্রাম সিংহের তৈরি করা ৫০০ বছরের পুরনো কালীবাড়ি অন্যদিকে বসিরহাটে প্রাচীন যেসব বাড়ি রয়েছে সেগুলো নিজের চোখে চাক্ষুস করে দেখে নিতে পারবে। সকাল ৯ টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত পর্যটকরা পরিষেবা পাবে। এই ভ্রাম্যমান রেস্তোরাঁ উদ্বোধন করেন বসিরহাট মহাকুমার শাসক আশিস কুমার, বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদী রহমান, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট পুরসভা চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী সহ কাউন্সিলর প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

সন্দেশখালি পুজোয় অসহায় দুঃস্থদের জন্য নতুন বস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে প্রত্যন্ত সুন্দরবনে পৌঁছল পুজোর বস্ত্র। লাগাতার বৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা সহ পরিবারের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। কথা দিয়েছিলেন কথা রাখলেন সুন্দরবনে নতুন বস্ত্র পেয়ে হাসি

ফুটল দুঃস্থ অসহায় মানুষদের।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকে এবং আমরা চেষ্টা করেছি শেয়ারা গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত কানমারী ধামাখালিতে যাদের নতুন বস্ত্র কেনার সামর্থ্যটুকু হারিয়েছে তাদেরকে নতুন বস্ত্র দিয়ে হাসি ফোটাচ্ছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানরা। পঞ্চমীর দিন প্রায় দশ হাজার অসহায় দুঃস্থ মানুষ যারা নতুন বস্ত্র কিনতে পারেনি তাদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, ব্লক সভাপতি দিলীপ মল্লিক, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মহেশ্বর সরদার সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সদস্যরা।

ফের হাসপাতালে হেনস্তার শিকার চিকিৎসক ও নার্স, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ফের সরকারি হাসপাতালে নিগৃহীত মহিলা চিকিৎসক ও মহিলা নার্স। রোগী মৃত্যুকে ঘিরে সোমবার রাতে তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো রায়গঞ্জ গভঃ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে। রোগীর পরিবারের প্রায় ১৫ জন মিলে মহিলা চিকিৎসক ও নার্সকে ঘিরে চরম হেনস্তা ও গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার সময় সেখানে নিরাপত্তারক্ষী কিংবা পুলিশ ছিল না বলে জানিয়েছেন নিগৃহীতা নার্স। এই ঘটনার প্রতিবাদে ওপিডিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই পুলিশে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ কাণ্ডে তোলপাড় গোটা দেশ। সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়ে বার বার সোচ্চার হয়েছেন চিকিৎসকরা। অব্যাহত রয়েছে আন্দোলন। তারপরেও সাগরদত্ত হাসপাতাল থেকে মালদার রতুয়া ব্লক হাসপাতাল একের পর এক সরকারি হাসপাতালে বিঘ্নিত হচ্ছে চিকিৎসক-নার্সদের নিরাপত্তা। এবারে সেই তালিকায় উঠে এল রায়গঞ্জ গভঃ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। সংকটাপন্ন রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এই হাসপাতালের ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে। রোগী আত্মীয়দের বিরুদ্ধে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসক ও মহিলা নার্সকে চূড়ান্ত হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে। মহিলা চিকিৎসক ও মহিলা নার্সের উপরে তারা চড়াও হন বলে অভিযোগ। চলে ধাক্কাধাক্কি। যদিও সেই সময় ওয়ার্ডে কোনো নিরাপত্তারক্ষী বা পুলিশ ছিল না বলে অভিযোগ। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রায়গঞ্জের কুমারজোল এলাকার বাসিন্দা নুরনেহা খাতুন (৬২) নামে এক বয়স্ক মহিলাকে পেটে জল নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল রবিবার। সোমবার রাতে তার মৃত্যু হয়। তারপরই উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতালে। ঘটনার জেরে ফের সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। নিগৃহীতা নার্স ঈশিতা জানা বলেন, রোগীর অবস্থা খারাপ ছিল। রাত ৮টার দিকে রোগীর মৃত্যু হয়। এই খবর জানা মাত্রই প্রায় ১৫ জন আচমকা ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে তাকে ও কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ঘিরে ধরে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং তাদের চরম হেনস্তা করেছে বলে অভিযোগ। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার থেকে ওপিডি পরিষেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা করা হয়। যদিও জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। যদিও মহিলা চিকিৎসক কিংবা নার্সকে হেনস্তা বা দুর্ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মৃত রোগীর ছেলে মহঃ নাজিম।

পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনায় জড়িত দুই জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম মহঃ কায়ুম ও আরিফ সরকার। মঙ্গলবার তাদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে, মঙ্গলবার আরজি কর কাণ্ড এবং রায়গঞ্জ গভঃ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতলের ঘটনায় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। আরজি কর ইস্যুতে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেও চলছে ১২ ঘণ্টার অনশন। বেশ কয়েকজন চিকিৎসক এই অনশনে সামিল হয়েছেন। অন্যদিকে সোমবার রাতের ঘটনার প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তাররা অবস্থান বিক্ষোভ করছেন। তারা জানান, সদুত্তর না মেলা পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে।

নিজস্ব রীতি মেনে বক্সী বাড়িতে দুর্গার পুজো হচ্ছে ১৬২ বছর ধরে

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

দশমীর দিন অপরাজিতা পুজো এই পরিবারের রীতি। স্বগোত্রীয় বংশধরদের হাতে নীল অপরাজিতা ফুলের লতা বালার মতো করে পরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ঘটের শান্তির জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় উত্তরসূরিদের মাথায়। বনেদি বাড়ি হিসেবে বিখ্যাত বক্সী বাড়ি। এই পরিবারের পুজোর নিয়মকানুনে রয়েছে নিজস্বতা। মা দুর্গার সঙ্গে যেমন থাকেন লদী, সরস্বতী, তেমনই এখানে অধিষ্ঠান করছেন জয়া, বিজয়া। জয়া, বিজয়ার পুজো আলাদা ভাবে হয়। অঞ্জলিও হয় আলাদা। গোপীবল্লভপুরের জানাঘাটি গ্রামে বক্সী পরিবারের পুজো এবার ১৬২ বছরের পা রেখেছে। বক্সী পরিবার বহু যুগ আগে ছিল মহান্তি পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এক সময় গোপীবল্লভপুর ছিল ময়ূরভঞ্জ রাজাদের অধীনে। মহান্তি পরিবারের পূর্বসূরিদের সামাজিক কাজে অবদান দেখে খুশি হয়ে রাজা বকশিস দিয়েছিলেন। আর সেই সময় থেকে এই পরিবার বক্সী পরিবার নামে পরিচিত হয়। বক্সী বাড়ির দুর্গা পুজোর মাহাত্ম্য যথেষ্ট। তার টানেই পাশের রাজ্য, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা থেকে মানুষজন আসেন পুজোয়। শোনা যায়, একসময় যখন রাস্তাঘাট ছিল না, তখনও লোকে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে, কাঁধে সাইকেল চাপিয়ে পুজো দেখতে আসতেন জানাঘাটিতে বক্সী বাড়িতে। বক্সী বাড়ির পুজার প্রচলন নিয়ে রয়েছে একটি সুন্দর কাহিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বক্সী বাড়ির দুর্গা পুজোর প্রচলন হয় শ্রীহরি বক্সীর হাত ধরে। এই শ্রীহরি বক্সী ছিলেন এলাকার জনদরদি মানুষ। মানব সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। এলাকায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। যে কোনও বিপদে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি

বাড়িতে শুরু করেন দুর্গা পুজো। তাঁর পরিবারের লোকজন বলেন, তাঁরা শুনেছেন, অঞ্জলির সময় তিনি চোখ বন্ধ করে হাত পাতলে হাতে ফুল চলে আসত। আর সেই ফুল দিয়েই হত অঞ্জলি। এই পরিবারের দুর্গাপুজো হয় কালিকা পুরাণ মতে। নেই কোনও বলি প্রথা। চাল কুমড়ো বা আঁখ বালি দেওয়ার রীতি রয়েছে। শ্রীহরি বক্সীর নাতি চিত্তরঞ্জন বক্সী ও বাকি তিন বংশধর প্রদীপ বক্সী, সুশান্ত বক্সী, প্রবীর বক্সী বর্তমানে পুজো করেন। বহু আগে এই পরিবারের পুজোই ছিল এলাকার একমাত্র দুর্গাপুজো। বাড়ির স্থায়ী মণ্ডপে দেবী প্রতিমা গড়ার কাজ প্রতি বছর নিয়ম করে হয়। জয়া, বিজয়ার পুজো এই বক্সী পরিবারের বিশেষত্ব। আগে পুজোয় যাত্রা পালা বসত। সেই পালা দেখতে হাজারও মানুষ ভিড় করতেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, স্থানীয় পাত পেড়ে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হত। এই রেওয়াজ আজও রয়েছে এই পরিবারে। বক্সী পরিবারের অন্যতম সদস্য তন্ময়বাবু বলেন, 'আমাদের পরিবারের দুর্গাপুজো ঘিরে মানুষ জনের মধ্যে আবেগ রয়েছে। প্রতি বছর পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে, রীতি মেনে পুজো হয়।'

৭৩ বছর ধরে সবেকিয়ানা পুজো মেদিনীপুর সংযুক্ত পল্লির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ১৯৫২ সাল থেকে পুজো করে আসছে মেদিনীপুর শহরের সংযুক্ত পল্লি সার্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটি। প্রথম বছর পাঁচজন তরুণ অধ্যাপক, আইনজীবী ও ইঞ্জিনিয়ার তিনকড়ি সাঁতরা, কালিপদ জানা, অজিত ব্যানার্জি, নিহারবিন্দু দত্ত, ভুজেন্দ্র ব্যানার্জিরা উদ্যোগী হয়ে এই পুজো শুরু করেছিলেন। তাঁদের কেউই আজ

বেঁচে নেই। কিন্তু তাদের সূচনা করা পুজো আজও সমহিমায় হয়ে আসছে। মেদিনীপুর শহরের সংযুক্তপল্লী সর্বজনীন পুজো এবছর ৭৩ বছরে পড়ল। শহরের সুভাষনগর, ক্ষুদিরাম নগর, রবীন্দ্রনগর, হাতার মাঠ, রাজা বাজার এই পাঁচটি এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে সংযুক্ত পল্লির পুজো হয়ে আসছে। পুজো কমিটির বর্তমান উদ্যোক্তা তাপস সিনহা ও শান্তনু চক্রবর্তী জানান, ৭৩ বছরেও এই পুজোর থিম সাবেকিয়ানা। সোনালী ঝলমলে ডাকের সাজের অলঙ্কার ভূষিত প্রতিমা। ঠিক যেমন হয়ে আসছে কলকাতার একডালিয়া এভারগ্রিনের মণ্ডপে। হোগলা পাতার কারুকাজ দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। ভেতরে শাল, সেগুন, মেহগিনি, ইউক্যালিপটাস, অর্জুন গাছের ছাল, পাট আর কলা গাছের তন্তু দিয়ে সুন্দর নকশা করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব উপকরণ দিয়েই মণ্ডপ করা হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে পূজিত হন মা দুর্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে অখ্যাত গ্রাম উঁচা গোবিন্দপুর। প্রতি বছরের মতো এবারেও সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুর্গাপুজো। কাঁটাতারের ওপার হওয়ার কারণে এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে রয়েছে বিএসএফের বিশেষ নজরদারি। তার মধ্যেও ৭০ বছর ধরে সেখানেই পূজিত হয়ে আসছেন মা দুর্গা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হিলি ব্লকের ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উচা গোবিন্দপুর এলাকার মানুষদের এই পুজোয় কোনও জাঁকজমকপূর্ণ আলোকসজ্জা বা প্যান্ডেল না থাকলেও, রয়েছে মায়ের প্রতি অশেষ ভক্তি আর এপার এবং ওপার বাংলার মানুষের জন্য আন্তরিকতা। জানা গিয়েছে, আগে পুজোয় দু'দেশের মিলনমেলা পরিণত হত হিলি সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে এই গ্রামে। উন্মুক্ত সীমান্তের ওপারে প্রায় ৫০টি হিন্দু পরিবার ও প্রায় বেশ কিছু মুসলিম পরিবারও এই পুজোয় সমানভাবে অংশ নিত। পাশাপাশি দুর্গা পুজোর পদ্ম ফুল আসত বাংলাদেশ থেকে। তবে বিগত কয়েক বছরে ধরে সেই চিত্র আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে পুজোর কয়েকটা দিন সবরকম ভাবে সহযোগিতা করে বিএসএফ জওয়ানেরা। এ বিষয়ে পুজো উদ্যোক্তার তরফে অতুলচন্দ্র মণ্ডল জানান, 'জন্মের পর থেকেই এই পুজো আমরা দেখে আসছি। কয়েকদিন খুব আনন্দে এখানে আমাদের কাটে। বিএসএফ আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করে। আগে ওপার বাংলা থেকে পুজোর পদ্মফুল আসত। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে তা বন্ধ রয়েছে।'

'রক্তপাতবিহীন' দেবীমূর্তির আরাধনা হওয়ায় ষাঁড়ি গ্রামের মণ্ডল পরিবারের দেবীমূর্তিতে রাখা হয় না মহিষ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পরিবারের সদস্যরা বংশপরম্পরায় বৈষ্ণব ভাবধারায় দীক্ষিত। বংশে রাধাগোবিন্দের নিত্যপুজো হয়। মহিষাসুরমর্দিনী পুজো হলেও মহিষ নেই মঙ্গলকোটের ষাঁড়ি গ্রামের মণ্ডল পরিবারের দুর্গাপ্রতিমায়। পুরাণে বর্ণিত রয়েছে যুদ্ধের সময় যখন মহিষের রূপ ধরে মহিষাসুর দেবীর মুখোমুখি হন তখ ন দেবী দুর্গা বধ করেন মহিষাসুরকে। আর দশভূজার মূর্তিতে সেই রূপটি তুলে ধরা হয়। যেখানে মহিষের রক্তমাখা কাটা মুণ্ডু দেবী প্রতিমার সঙ্গে তুলে ধরা হয়। আর 'রক্তপাতবিহীন' দেবীমূর্তির আরাধনা করতে ষাঁড়ি গ্রামে মণ্ডল পরিবারের দেবীমূর্তিতে রাখা হয় না মহিষ। পরিবারের সদস্য চন্দন মণ্ডল জানিয়েছেন, বংশের পূর্বপুরুষ বিশ্বরূপ মণ্ডল, গৌড়কিশোর মণ্ডলরা তিনপুরুষ আগে এই পুজো শুরু করেছিলেন। কারণ ষাঁড়ি গ্রামে তখন দুর্গাপুজোর প্রচলন ছিল না। গ্রামের লোকজন ভিনগ্রামে পুজো দেখতে যেতেন। সেই

জন্য এলাকার সম্ভ্রান্ত পরিবার হিসাবে পরিচিত মণ্ডলরা দুর্গাপুজো শুরু করেন। বর্তমানে প্রায় ৪০ টি পরিবার পালা করে পুজো চালান।

নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া এলাকায় যেসময় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল তখন তার প্রভাব পড়েছিল অজয় নদ সংলগ্ন মঙ্গলকোটেও। তখন থেকেই কুলদেবতা রাধাগোবিন্দ এবং গৌড় নিতাইয়ের আরাধনা করে আসছেন ষাঁড়ি গ্রামের মণ্ডল পরিবার। আর এই দুর্গাপুজো হয় সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতেই। এই পুজোয় বলিদান প্রথা নেই।

আরামবাগের হালদার বাড়িতে মা দুর্গা প্রথম মা চণ্ডী রূপে স্বপ্নাদেশে দেখা দিয়েছিলেন

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগের বনেদিবাড়ির দুর্গাপুজোগুলিকে ঘিরে নানা জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক ঘটনা লুকিয়ে আছে। এবার দশভূজা দুর্গার বদলে দ্বিভূজা শিব দুর্গার আরাধনা করতে দেখা গেল আরামবাগের দৌলতপুরের হালদার বাড়িতে। প্রায় ২০২ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই পুজো। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে হালদার বাড়ির সদস্যরা শিব দুর্গার পুজোপাঠ শুরু করে। সঙ্গে কার্তিক, গণেশ ও দেবী দুর্গার দুই মেয়ে সরস্বতী ও লদীর একই ফ্রেমে পুজো পাঠ চলে হালদার বাড়িতে। আরামবাগ শহরের দৌলতপুরে বংশানুক্রমে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে দ্বিভূজা মা দুর্গা পূজিত হয়ে আসছেন। এই পুজোকে ঘিরে রয়েছে বহু জনশ্রুতি। এই পরিবারের সদস্যদের দাবি, পূর্ব মেদিনীপুর

থেকে চার ভাই মাখনলাল, গোপাল চন্দ্র, বেণীমাধব এবং গোষ্ঠ বিহারী হালদার মাথায় মাল নিয়ে ফেরি করতে এসেছিলেন আরামবাগে। সেই থেকে তারা আরামবাগে এসে ব্যবসা শুরু করেন। একটি মুদিখানার দোকান তৈরিও করেন। সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় ওই চার ভাই দ্বারকেশ্বর নদীর জল পথে কলকাতা থেকে বন্দর হয়ে মালপত্র আরামবাগে এনে বিক্রি করতেন। এমনকী মালপত্র কিনে আনার সময় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হলে সেই সময় তাদের তিনটি নৌকো জলে ডুবে যায়। নৌকোডুবির ফলে তাদের বহু টাকার মালপত্র নষ্ট হয়ে যায়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তারা। এরপর সেই দিন রাত্রে মা চণ্ডী ৪ ভাইকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, কাল সকালে যেখানে নৌকোডুবি হয়েছিল সেইখানে যা, মালপত্র পাবি। এরপর তারা সেখানে গিয়ে মালপত্র ফেরত পায়। ওই মালপত্র গুলি বিক্রি করে তারা অনেক ধন লাভ করেন। এরপর একদিন মা চণ্ডী হালদার বাড়ির বড় ছেলেও বাকি তিন ভাইকে শিব ও দুর্গার মূর্তি গড়ে ভক্তি ভরে পুজো অর্চনা করতে বললেন। তারপর থেকে মা দুর্গার পুজোপাঠ শুরু হয় হালদার বাড়িতে। হালদার বাড়ির পুজোয় দেবী দুর্গা দ্বিভূজা। প্রতিপদ থেকে শুরু হয় হালদার বাড়ির পুজো। সপ্তমীর দিন সকালে পালকিতে করে নিয়ে আসা হয় কলা বৌ। পরিবারের সদস্যরাই পালকির চার হাতল কাঁধে নিয়ে ঘট তোলেন। এরপর দুইটি ছাঁচি কুমড়ো বলি দেওয়া হয় মা দুর্গার সামনে। সন্ধিক্ষণে একটি কালো পাঠা বলি দেওয়া হয় এবং ঐদিন সন্ধ্যায় সন্ধি পুজোতে ১০৮ টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। নবমীতে দুইটি পাঠা একজোড়া আঁখ একটি কলা একটি লেবু একটি ছাঁচি কুমড়ো বলি দেওয়া হয়। দুপুরে পরিবারের সকল সদস্য ও এলাকাবাসীদের নিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ানো হয়। এরপর সন্ধিক্ষণের দিন বলি দেওয়া পাঁঠার মুণ্ডুটি নবমীর দিন রাতে দ্বারকেশ্বর নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। দশমীর দিনেও সময় মেনে দ্বারকেশ্বর নদের জলে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। হালদার বাড়ির এক সদস্য জানান, আমাদের এখানে শিব ও দুর্গার রূপে মায়ের পুজো হয়। মাকে আমরা কন্যা রূপে পুজো করি। এটা স্বপ্ন দেশের পুজো।

আজ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ১১-য় জোড়া বদলের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জিতলেও প্রথম একাদশে বদল করতে পারেন গৌতম গম্ভীর, সূর্যকুমার যাদবেরা। গোয়ালিয়রে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বাংলাদেশকে সহজেই হারিয়েছে ভারত। বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচ। দিল্লির মাঠে ভারতের প্রথম একাদশে জোড়া বদল হতে পারে। খেলতে পারেন কেকেআরের পেসার।

ভারতের সম্ভাব্য প্রথম একাদশ;

অভিষেক শর্মা প্রথম ম্যাচে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে বড় রান করতে চাইবেন অভিষেক। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বল হাতেও দেখা যেতে পারে তাঁকে।

সঞ্জু স্যামসন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছেন, তিনটি ম্যাচেই খেলবেন সঞ্জু। ফলে দিল্লিতে অভিষেকের সঙ্গে ওপেন করবেন সঞ্জু।

সূর্যকুমার যাদব দলের অধিনায়ক। গোয়ালিয়রে ভাল খেলেছেন। দিল্লিতেও মারকুটে ব্যাট করতে চাইবেন তিনি।

হার্দিক পাণ্ড্য গোয়ালিয়রে ব্যাটে-বলে নিজের কাজ করেছেন। দিল্লিতেও তিনি ভারতীয় দলের অন্যতম ভরসার জায়গা।

তিলক বর্মা গোয়ালিয়রে খেলেছিলেন নীতীশ রেড্ডি। অভিষেক হয়েছিল তাঁর। এই সিরিজে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাকিদের দেখে নিতে পারে ম্যানেজমেন্ট। দিল্লিতে তাই নীতীশের বদলে খেলতে

পারেন তিলক।

রিয়ান পরাগ গোয়ালিয়রে বল করেননি। ব্যাট করতে নামতে হয়নি। দিল্লিতে স্পিনার পরাগকে দেখা যেতে পারে। পাশাপাশি বড় রান করতে চাইবেন তিনি।

রিঙ্কু সিংহ দলের ফিনিশার। দিল্লিতেও ভারতীয় দলের অন্যতম ভরসার জায়গা তিনি।

হর্ষিত রানা গোয়ালিয়রে খেলেননি। দিল্লিতে ওয়াশিংটন সুন্দরের বদলে খেলতে পারেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের পেসার হর্ষিত। দিল্লির ছেলে হওয়ায় সেখানকার উইকেট ভাল ভাবে চেনেন তিনি। রিয়ার ও অভিষেক থাকায় বিকল্প বোলারের সমস্যাও হবে না ভারতের।

বরুণ চক্রবর্তী তিন বছর পর জাতীয় দলে ফিরে গোয়ালিয়রে ৩ উইকেট নিয়েছেন। দিল্লিতেও প্রথম একাদশে দেখা যাবে তাঁকে।

আরশদীপ সিংহ টি-টোয়েন্টিতে ভারতের অন্যতম সেরা বোলার। নতুন বলের পাশাপাশি পুরনো বলেও সমান দক্ষ তিনি।

মায়াঙ্ক যাদব অভিষেকে গতিতে নজর কেড়েছেন। তাঁকে এই সিরিজে খেলিয়ে দেখে নিতে চাইবেন গম্ভীরেরা। তাই দিল্লিতেও ভারতের প্রথম একাদশে দেখা যাবে তাঁকে।

দ্বিতীয় দিন ইংল্যান্ডের থেকে ৪৬০ রানে এগিয়ে মাসুদেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুলতানে পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড প্রথম টেস্টে দাপট ব্যাটারদের। পিচ থেকে যে বোলারেরা বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন না সেটা পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস থেকেই পরিষ্কার। দলের তিন ব্যাটার শতরান করেছেন। প্রথম দিন শতরান করেছিলেন অধিনায়ক শান মাসুদ ও ওপেনার আবদুল্লা শফিক। দ্বিতীয় দিন সেই তালিকায় আঘা সলমনও। তিন ব্যাটারের দাপটে প্রথম ইনিংসে ৫৫৬ রান করেছে পাকিস্তান। ইংল্যান্ড ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ১ উইকেট হারিয়ে ৯৬। দ্বিতীয় দিনের শেষে পাকিস্তান এগিয়ে ৪৬০ রানে।

প্রথম দিনের শেষে পাকিস্তানের রান ছিল ৪ উইকেটে ৩২৮। দ্বিতীয় দিন শুরু থেকে ভাল খেলছিলেন সাউদ শাকিল ও নাসিম শাহ। অর্ধশতরান করেন শাকিল। ভাল দেখাচ্ছিল তাঁকে। ৩০ রান করে আউট হন নাসিম। যে উইকেট ব্যাটারদের স্বর্গ, সেখানে ব্যর্থ মহম্মদ রিজওয়ান। শূন্য রানে ফেরেন তিনি। দেখে মনে হচ্ছিল, ৪২০-৪২৫ রানের মধ্যে পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয়ে যাবে। সেখান থেকে শাকিলের সঙ্গে জুটি বাঁধেন সলমন। সপ্তম উইকেটে ৫৭ রান যোগ করেন তাঁরা।

ধীরে ধীরে শতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন শাকিল। কিন্তু ৮২ রানের মাথায় শোয়েব বশিরের বলে আউট হন তিনি। শাকিল শতরান না পেলেও নিরাশ করেননি সলমন। তাঁকে সঙ্গ দেন শাহিন আফ্রিদি। এই দুই ব্যাটার দলকে ৫৫০ পার করান। শাহিন ২৬ রানে আউট হন। দলের তৃতীয় ব্যাটার হিসাবে শতরান করেন সলমন। ৫৫৬ সালে পাকিস্তান অল আউট হলেও ১০৪ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।

জবাবে ইংল্যান্ডের ইনিংসের শুরুটা ভাল হয়নি। বেন ডাকেটের বদলে জ্যাক ক্রলির সঙ্গে ওপেন করতে নামেন অধিনায়ক ওলি পোপ। তাঁর এই সিদ্ধান্ত কাজে লাগেনি। দ্বিতীয় ওভারেই পোপ শূন্য রানে আউট হন। তাঁকে আউট করেন নাসিম শাহ। তার পরে অবশ্য ইংল্যান্ডের ইনিংস সামলান ক্রলি ও জো রুট। চলতি বছর স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন রুট। সেই ফর্ম কাজে লাগান তিনি। ক্রলি দ্রুত রান তুলছিলেন। দ্বিতীয় দিন ২০ ওভার ব্যাট করে ইংল্যান্ড। ১ উইকেটে ৯৬ রান করে তারা। দিনের শেষে ক্রলি ৬৪ ও রুট ৩২ রানে অপরাজিত রয়েছেন।

ইনিয়েস্তার অবসরের ঘোষণায় মেসির আবেগঘন বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আনুষ্ঠানিক ঘোষণা তিনি এখনো দেননি। তবে বয়স হয়ে গেছে ৪০ বছর। আর কত দিনই,বা খেলতে পারবেন! তাই আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা যখন ‘দ্য গেম কন্টিনিউ’ তথ্যচিত্রে ফুটবলের মানে তাঁর কাছে কী, প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন, সবাই ধরে নেন, এটাই তাঁর অবসরের ঘোষণা!

বার্সেলোনায় তাঁর লম্বা সময়ের সতীর্থ লিওনেল মেসিও ধরে নিয়েছেন, ইনিয়েস্তার ক্যারিয়ারে শিগগিরই যতি পড়তে যাচ্ছে। সেটা ধরে নিয়েই ফ্লোরিডায় আর্জেন্টিনা দলের অনুশীলনের ফাঁকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন এক বার্তাই দিয়েছেন মেসি।

আর্জেন্টিনা অধিনায়ক মেসি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ইনিয়েস্তার সঙ্গে বার্সেলোনার জার্সিতে নিজের একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন, ‘আমার অন্যতম জাদুকরি সতীর্থ এবং যাদের সঙ্গে খেলাটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছি, তাদের একজন। বল তোমাকে মিস করবে এবং আমরাও মিস করব। সর্বদা তোমার জন্য শুভকামনা, তুমি ফেনোমেনন।’

বার্সেলোনার মূল দলে মেসির অভিষেক ২০০৪ সালে। এর দুই

বছর আগে থেকে বার্সার মূল দলে খেলতে শুরু করেন ইনিয়েস্তা। দুজনে একসঙ্গে বার্সেলোনায় খেলেছেন ১৪ বছর, ২০১৮ সালে ইনিয়েস্তা বার্সেলোনা ছেড়ে জাপানের ক্লাব ভিসেল কোবেতে যাওয়ার আগপর্যন্ত।

মেসি ও ইনিয়েস্তা একসঙ্গে বার্সেলোনায় জিতেছেন ৯টি লা লিগা ও ৪টি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। এ ছাড়া কোপা দেল রে, স্প্যানিশ সুপার কাপ, উয়েফা সুপার কাপ আর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের অনেক শিরোপা জিতেছেন তাঁরা। স্পেন জাতীয় দলের হয়ে ২০১০ বিশ্বকাপ আর ২০০৮ ও ২০১২ সালের ইউরো জিতেছেন ইনিয়েস্তা। মেসি ২০২২ বিশ্বকাপসহ জিতেছেন ২০২১ ও ২০২৪-এর কোপা আমেরিকা এবং ২০২২ সালের লা ফিনালিসিমা।

এখন ইনিয়েস্তা আছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে, খেলছেন এমিরেটস নামের একটি ক্লাবে। মেসি খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। যিনি যেখানেই থাকুন, আত্মিক দিক থেকে তাঁরা যে খুব কাছাকাছিই আছেন, সেটা বোঝা যায় ইনিয়েস্তার ফুটবল থেকে অবসরের ইঙ্গিত পেয়ে মেসির জানানো প্রতিক্রিয়ায়।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

জম্মু ও কাশ্মীরের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ওমর আবদুল্লা

শ্রীনগর, ৮ অক্টোবর: একটা সময় নির্বাচনে লড়তেও রাজি ছিলেন না তিনি। সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি একটি পূর্ণরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী হতে রাজি নন। ভোটের ফলপ্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে সেই ওমর আবদুল্লাই শ্রীনগরের মসনদে বসতে চলেছেন।

ওমরের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিয়ে বহু প্রশ্ন ছিল। এক তো তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে কিনা সেটা নিয়ে সংশয় ছিল। দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ওমর, নাকি ফারুক- কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, সেটা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন ছিল। অনেকেই অশীতিপর ফারুককে চাইছিলেন কাশ্মীরের কুরসিতে। ভোটের আগে সেই সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেননি

ফারুক নিজেও। কিন্তু ভোট মিটতেই তিনি জানিয়ে দিলেন, ছেলে ওমরই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

ভোটের ফলাফলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হতেই ফারুখ জানিয়ে দিলেন, ‘মানুষ আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। উপত্যকার মানুষ বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা ৫ অগস্টের ওই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। ওমর আবদুল্লাহই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।’ ওমর আবার সদর্পে ঘোষণা করে দিয়েছেন, ‘যারা কাশ্মীরে আমাদের শেষ করতে এসেছিল, তাঁরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন।’

জম্মু ও কাশ্মীরে খাতা খুলল আপ

শ্রীনগর, ৮ অগস্ট: হরিয়ানায় ব্যর্থ হলেও, জম্মু ও কাশ্মীরে বড় চমক আম আদমি পার্টির। উপত্যকায় প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ে নেমে সাফল্যের খাতা খুলে ফেলল কেজরির দল। বিজেপি প্রার্থী গজয় সিং রানাকে হারিয়ে ডোডা কেন্দ্রে জয়ী হলেন আপ প্রার্থী মেহরাজ মালিক। বিজেপি প্রার্থীর তুলনায় ৪৫৩৮ ভোট বেশি পেয়ে জয় নিশ্চিত করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে চলছে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ। শেষ পাওয়া খবরে, বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলে উপত্যকায় ক্ষমতায় আসছে এনসি ও কংগ্রেসের জোট সরকার। এরই মাঝে সকলকে চমকে দিয়ে ডোডা কেন্দ্রে জয়ী হলেন আপ প্রার্থী মেহরাজ মালিক। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ২৩ হাজার ২২৮। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির গজয় সিং রানা পেয়েছেন ১৮হাজার ৬৯০টি ভোট। ভূস্বর্গ থেকে প্রথম জয়ের খবর প্রকাশ্যে আসায় খুশি আম আদমি

পার্টি। দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেতা গোপাল রায় বলেন, ‘দলের জন্য এ অত্যন্ত আনন্দের খবর। দিল্লির পর পঞ্জাব, গোয়া ও গুজরাতে জিতে আমাদের দল জাতীয় দলের মর্যাদা পেয়েছে। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ আপকে সমর্থন করছেন। নিঃসন্দেহে এ আমাদের দলের কাছে ঐতিহাসিক ঘটনা।’ উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী শক্তিরাজ।

মণিপুরে ফের বহু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

ইম্ফল, ৮ অক্টোবর: সেনাবাহিনী, অসম রাইফেলস ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ফের বহু আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হল মণিপুরে। দক্ষিণ মণিপুরের পার্বত্য জেলা চুড়াচাঁদপুর, থৌবাল এবং কাকচিং জেলায় তিন দিন-ব্যাপী তল্লাশি অভিযানের পর ওই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর।

শুক্রবার থেকেই অভিযান শুরু করে সেনা-পুলিশের যৌথ দল। তিন দিন ধরে তিন জেলায় একাধিক অভিযান চলে। সেনাবাহিনী সূত্রে খবর, প্রথম অভিযানে চুড়াচাঁদপুরের জঙ্গল থেকে ম্যাগাজিন, পাঁচটি সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল, একটি ৯ এমএম পিস্তল এবং পাঁচটি দূরপাল্লার মর্টার উদ্ধার হয়েছে। শনিবার আর এক দফা অভিযানে কাকচিং থেকে তিনটি কার্বাইন মেশিনগান, একটি ৯ এমএম পিস্তল, দু'টি সিঙ্গেল ব্যারেল বন্দুক, হ্যান্ড গ্রেনেড-সহ আরও নানা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। থৌবালেও উদ্ধার হয়েছে কার্বাইন মেশিনগান, ৩২ এমএম পিস্তল এবং বেশ কিছু গ্রেনেড। উদ্ধারকৃত সমস্ত অস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছে মণিপুর পুলিশের কাছে।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শুরুতেই মণিপুরে আরও ছ'মাসের জন্য বর্ধিত হয়েছে ‘সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন’ (‘আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট’ বা আফস্পা)-এর মেয়াদ। ইম্ফল, বিষ্ণুপুর, জিরিবাম এবং লামফেল-সহ ১৯টি থানা এলাকা ছাড়া গোটা রাজ্যেই এই আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিছু বিক্ষুব্ধ এবং কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর হিংসাত্মক কার্যকলাপ মোকাবিলা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

ফের ইজরায়েলি বোমাবর্ষণে মৃত অন্তত ৭০, আহত প্রায় ২০০

জেরুজালেম, ৮ অক্টোবর: কামানের গর্জন, হামলা, পালটা হামলা, মৃত্যুমিছিল সব কিছুর মধ্যে দিয়েই এক বছর পূর্ণ হয়েছে গাজা যুদ্ধের। কিন্তু আক্রমণের ঝাঁজ এতটুকুও কমায়নি ইজরায়েল। প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের নাম মুছে ফেলতে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। দক্ষিণ গাজার বৃহত্তম শহর খান ইউনুসে তেল আভিভের হামলায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৭০ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছে শিশুরাও। আহতের সংখ্যা প্রায় ২০০। এমনটাই জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে ঢুকে বেনজির হামলা চালিয়েছিল হামাস। রক্তাক্ত হয়েছিল ইহুদি দেশটি। যার বদলা দিতে গাজায় সুন্নি জঙ্গি সংগঠনটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেই থেকে জারি রয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘাত। গতকাল এই যুদ্ধের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। আর এদিনও রক্ত ঝরেছে গাজায়। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে আঘাত হানে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। বোমাবর্ষণে প্রাণ হারিয়েছেন ৭০ জন। আহতের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিকে, ইরানের মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী হেজবোল্লাকে টার্গেট করে লেবাননের আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েল। সোমবার বিবৃতি দিয়ে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস জানায় যে, এক ঘণ্টায় হেজবোল্লার অন্তত ১২০টি ঘাঁটিকে নিশানা করে হামলা চালানো হয়েছে। বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই করছে ফৌজ। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে যে, ইয়েমেন থেকে হাউথিরা সোমবার ইজরায়েলে মিসাইল ছোড়ে। কিন্তু সেটি আঘাত হানার আগেই ধ্বংস করে দেয় বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ফলে চারদিক থেকে আক্রমণ এলেও দমে যাওয়ার পাত্র নয় তেল আভিভ।

টাইমস স্কোয়্যারে দুর্গা প্রতিমা, পালিত হচ্ছে নবরাত্রি!

ওয়াশিংটন, ৮ অক্টোবর: সর্বজনীন এবার সত্যিই বিশ্বজনীন। বিশ্বের অন্যতম দর্শনীয়, সুউচ্চ টাইমস স্কোয়্যারেও এবার দেবীবন্দনা! প্রথমবার আমেরিকার হিন্দুরা এত বড় জায়গায় দুর্গাপুজো করলেন। শুধু দুর্গাপুজোই নয়, একইসঙ্গে দশেরা, নবরাত্রিও পালিত হল টাইমস স্কোয়ারে। মেতে উঠলেন মার্কিন প্রবাসী হিন্দুরা। এ শুধু শারদোৎসবের আনন্দই নয়, আমেরিকার মাটিতে হিন্দু ধর্ম পালনের সংস্কৃতিও বেশ পাকাপোক্ত হল, বলছেন তাঁরা।

আমেরিকায় দুর্গাপুজো নতুন কিছু নয়। কয়েক দশক ধরে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারের দেশে হয়ে আসছে দশভূজার আরাধনা। টুকরো টুকরো করে প্রবাসীরা এই সময়ে পুজোর আয়োজন করে থাকেন। সপ্তাহান্তের ছুটিতেই চারদিনের পুজোর আনন্দ করেন তাঁরা। এটাই চেনা ছবি। কিন্তু বছর খানেক আগে বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর হেরিটেজ সংস্কৃতির তকমা পাওয়ার পর প্রবাসে পুজোর গতিপ্রকৃতি বদলে গিয়েছে। এখন দুর্গাপুজোয় সামিল হন বিদেশিরাও।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ কাজের নামঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার মেট্রো রেল ভবনে অগ্নি সুরক্ষার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অটোমেটিক ডিটেকশন ও ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম স্থাপন এবং অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম, ফায়ার রেটেড ডোর ইত্যাদি স্থাপন। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩,৪৭,৮৩,৫১৭.৮০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩,২৩,৯০০.০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ৩০.১০.২০২৪, দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৪৬৫-২০২৪-রিকল (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৪, তারিখ ঃ ০৭.১০.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে **ই-অকশন লিজিং** মডিউল দেখুন। **ক্যাটালগ নং ঃ** পার্ক হাওড়া-৪; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২১.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.০০ টায়। **(১) লট নম্বর ঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- এমইউইউ-টিডব্লু-৬৪-২২-১ (পার্কিং- দুই চাকার যান); **স্টেশনের নামঃ** মানকুণ্ডু; **(২) লট নম্বরঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- জিওজিটি-টিডব্লু-৬৬-২৩-১ (পার্কিং-দুই চাকার যান); **স্টেশনের নামঃ** গোঘাট; **(৩) লট নম্বর ঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- এসআইইউ-টিডব্লু-৬৭-২৩-১ (পার্কিং-দুই চাকার যান); **স্টেশনের নাম ঃ** সিঙ্গুর; **(৪) লট নম্বরঃ** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ- পিআরএই- টিডব্লু-১৪১-২৪-১ (পার্কিং-দুই চাকার যান); **স্টেশনের নাম ঃ** পাল্লা রোড;

HWH-333/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩, ই-মেল Z715@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার স্বত্ব দখলীকৃত **“যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেখানে যেমন আছে”** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**

ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত সম্পত্তির অবস্থান	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
ক) **শ্রীমতি শুক্লা চক্রবর্তী সরকার (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী আশিস সরকার, ২ নং কাপাশডাঙ্গা ডব্লুবিএসইবি সাব স্টেশনের বিপরীতে, থানা : চুঁচড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২১০৩, **এবং শ্রী আশিস সরকার (ঋণগ্রহীতা),** পিতা শ্যামল সরকার, ২ নং কাপাশডাঙ্গা ডব্লুবিএসইবি সাব স্টেশনের বিপরীতে, থানা : চুঁচড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২১০৩ খ) **শাখা : ব্যান্ডেল বাজার**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, জি-৩ তলা ভবনে পরিমাণ ১১৫০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : কাপাশডাঙ্গা, জেএল নং ১০, হোল্ডিং নং ১৭১০, (নতুন) মহল্লা -আলিপুর, ওয়ার্ড নং ৮, আরএস দাগ নং ২০৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৩৬, হাল এলআর খতিয়ান নং ৩৯১৭, এলআর দাগ নং ৫০৬, হুগলি চুঁচড়া পুরসভা অধীন, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, বিক্রয় দলিল নং ২৯৩৫-২০১১ সালের তারিখ ০৪.০৫.২০১১, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৯, পৃষ্ঠা ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ , ডিএসআর ১ হুগলি, শুক্লা চক্রবর্তী সরকারের নামে।	৪,৮৩,২৮৮ টাকা **(চার লাখ তিরাশি হাজার দুশো অষ্টআশি টাকা)** উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ ০৭.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৮.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৩২,৮৪,০০০ টাকা খ) ৩,২৮,৪০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) IDIB50352787174 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত
ক) **মেসার্স হালদার এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী শ্রী সুরজ হালদার,** পিতা শ্রী জীতেন হালদার, ২ নং কাপাশডাঙ্গা, নিউ জি এস কলোনি, ব্যান্ডেল, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২১০৩ শ্রী সুরজ হালদার পিতা শ্রী জিতেন হালদার স্বত্বাধিকারী **মেসার্স হালদার এন্টারপ্রাইজ** ২ নং কাপাশডাঙ্গা, নিউ জি এস কলোনি, ব্যান্ডেল, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২১০৩ এবং শ্রী শৈলেন চন্দ্র দাস, পিতা শ্রী মহানন্দ দাস, ৩ নং গেট আময়া কলোনি, পো এবং জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১০৩। খ) **শাখা : ব্যান্ডেল বাজার**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৩ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কুলিহান্ডা, জেএল নং ১৮, এলআর দাগ নং ১০০০, এলআর খতিয়ান নং ৭৮০১, আরএস দাগ নং ৪৩৮, হুগলি চুঁচড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৫ অধীন, হোল্ডিং নং ৩৫৪/২১৫, মহল্লা : কারবালা,থানা : চুঁচড়া,জেলা : হুগলি, বিক্রয় দলিল নং ৪২৩০-১৯৯২, তারিখ ০৯.০৬.১৯৯২, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৯, পৃষ্ঠা ৪২৯ থেকে ৪৩৪, এডিএসআর হুগলি, শ্রী শৈলেন চন্দ্র দাস এর নামে। সম্পত্তির **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দিলীপ দত্ত এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** শরৎ হালদারের সম্পত্তি, **পূর্বে :** মানিক চন্দ্র রায় এবং সুজয় রায় এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** মনোরঞ্জন দেবনাথ এর সম্পত্তি।	১৩,৩৯,৬৫২ টাকা **(তেরো লাখ উনচল্লিশ হাজার ছশো বাহান্ন টাকা)** উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ ০৭.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৮.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৫,৬৫,০০০ টাকা খ) ২,৫৬,৫০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) IDIB50279425195 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ২. ভূষণ এক্কা, শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৯৪৩৩১১৬৭৩৮)

তারিখ : ০৯.১০.২০২৪ স্থান : ব্যান্ডেল

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

কবিতা

তবুও পুজোর দিনে

প্রবীর দাস

যেমন কথা ছিল তেমনই শিউলি কুসুমিত
মাথা তুলে দুলে দুলে মাঠে মাঠে নদীতীরে কাশ
কালাত্যয়ে নড়বড়ে সাঁকোয় জমায়েতে সহমর্মী প্রেম
ভরা যৌবন-পুকুরে জল কেটে নেচে নেচে হাঁস

এই যে পুজো পুজো গন্ধ ভরা আশ্বিন মাসে
কেমন যেন উদাসী হাওয়া ন্যায় অন্যায় মাপে
বিশাল হাঁ নিয়ে আসুরিক স্পর্ধার খোলা মুখে
কে কোথায় প্রতিবাদে পৈশাচিক নৃশংসতায় শেষ
কোথাও বা আর্তনাদ অথচ বোবা কান জিভ চোখ —

তারপরেও অশ্রুবাষ্প-জাত মায়ের নতুন মুখ
'শক্তিরূপেন সংস্থিতা', বহুস্বরে নীলাকাশে নতুনতর পুজো
ভাসছে দেখ মেঘ, হোক না বৃষ্টি কিছু
চোখ খুলে যাক সবাই একটু অন্য সাজে ভিজি ...

আপন সময়ে বসন্ত, কাশ হই

রাজীব ঘাঁটী

এখন বড়ো অসময়,
বসন্তের বাতাস ছুঁয়ে আমরা বন্দী
রোজই খুঁজে ফিরি নতুন কিছু
নতুনের বার্তায় চেনা সুর ছন্দে
আপনত্বের খেলায় মেতে উঠছি
এই আবহেই কখনো বৈশাখ, শ্রাবণ, শরৎ অথবা হেমন্ত খুঁজে বেড়ায় ।
অপু দুর্গা যেন আজ হঠাৎ করে একগুচ্ছ
কাশ হাতে দোলা দিল আমায় ।
ঢাকের আওয়াজ মুখরিত দিকে দিকে।

চলো না বসন্ত ছুঁয়ে আমরা শরৎ হই,
একবার কাশ শিউলির গন্ধে মাতাল হই।
এ জীবন চিরদিন নূতন খোঁজে,
আজ এসো আমরা কাশের মত জোট বাঁধি।
কাজের দোলায় শরতে বসন্ত আনি।

পুজোর আলোয় গা রাঙিয়ে

চণ্ডীচরণ দাস

পুজো এলেই অবাধ্য মনটা ছুটে যায় ইঁট-কাঠ-পাথর আর নিয়ণ আলোর শহর ছেড়ে গ্রামের কুঁড়েঘরে ফেলে আসা ছোট্টবেলার দিনগুলোতে। স্মৃতিমেদুর মন ভোরবেলা উঠে লেগে পড়ে উঠানের শিউলি তলায় দুহাত ভরে ফুল কুড়াতে, বন্ধুদের সঙ্গে দৌড় লাগায় সবুজ ধানের সমুদ্রের মাঝে মাঠের আল ধরে ছুটেছুটে কাশ ফুল তুলে এনে খেলাঘর সাজাতে ও মাথায় বেঁধে রাজা সেজে যাত্রাখেলা খেলতে, আর শরতের নীলাকাশে খুনশুটি করতে করতে নেচে বেড়ানো মেঘের ছানাদের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যেতে কল্পনার রাজ্যে।

পুজোর সময় বড্ড মনে পড়ে সেই ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা। ঘর থেকে বেরোলেই দিগন্ত বিস্তৃত লকলকে ধানগাছ ভরা সবুজ মাঠ, দুষ্টু হাওয়া সেই সবুজের গালিচায় সারাটা দিন গড়াগড়ি করে খেলা করে বেড়ায়। উঠানের শিউলি গাছটা প্রতিদিন ভোরবেলায় শিশিরধোয়া ফুলের আসন পেতে রাখে কে জানে কার প্রতীক্ষায়! দূরে আড়াইবিঘা জমিটার উত্তরে পোড়োর বেড়ের উঁচু ঢিবিটার ধারে সরুসরু কাশগাছগুলো সারাদিন সাদা চামর দুলিয়ে কাকে যেন ঈশারায় ডাকতে থাকে। শরৎরাণীর রূপে মজে সারাটা দিন নাওয়াখাওয়া ভুলে মাঠেঘাটে বন্ধুদের সাথে ছুটে বেড়ানো, আর দুপুরে ঘরে ফিরে মায়ের বকুনি।

বাবা কলকাতায় চাকরি করতেন। পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে বাবার নিয়ে আসা নতুন জামাপ্যান্ট দেখে মনটা ভরে যেত অসীম আনন্দে। আমাদের বাড়ীর আশপাশে মাত্র একটাই দুর্গাপূজা হত মাইল খানেক দূরে তালান্দয়। রামকৃষ্ণ মঠের একটা আশ্রম আছে সেখানে, সেই আশ্রমে পুজো হয়। বাবা এলেই জেদ ধরতাম ঠাকুর দেখতে নিয়ে যেতে। তখন বাবার কাঁধে চেপে মাঠের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া আলপথ ধরে যেতেযেতে মনে হত যেন গোটা পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায়, দূরের গাছপালাগুলো যেন কুর্নিশ জানিয়ে একটু-একটু করে সরে যাচ্ছে। বাবার চলার তালেতালে সবুজ ধানগাছগুলোও যেন আমার সঙ্গেসঙ্গে চলত মাথা দুলিয়ে খেলতে খেলতে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখিগুলোকে দেখে মনে হত আর একটু হলেই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলব তাদের।

আশ্রমে পৌঁছে বাবার কাঁধ থেকে নেমে আশ্চর্য হয়ে দেখতাম আমার মত অনেক ছেলেমেয়ে নতুন জামাকাপড় পরে কেউ ঠাকুর দেখতে ঢুকছে আশ্রমের পূজামণ্ডপে, কেউ দেখে বেরিয়ে আসছে, আবার কেউ বা বাইরে দোকানে দাঁড়িয়ে কিনছে বাঁশি বেলুন আর খেলনা। আশ্রমের বাঁশের বেড়ার গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকেই ছিল একটা বিরাট বাগান। তাতে নানারকমের ফুল ফুটে থাকত;বড়বড় রঙবেরঙের দোপাটি, গোলাপ, রজনীগন্ধা, শিউলি, টগর, আরও কত নাম না জানা ফুল। দেখে বড় লোভ হত। আমাদের ঘরের উঠানে দোপাটি ফুলের গাছের ফুলগুলো সব সিঙ্গল;ছোটছোট ফুল, এরকম বড় আর রঙবেরঙের নয়। তাই দোপাটি গাছের সাদাসাদা পাকা বীজভরা ফল দেখে ভাবতাম নিয়ে গিয়ে বাগানে ছড়াব। এই ভেবে হাত বাড়িয়ে ফলগুলো তুলে পকেটে পুরতে গেলেই বাবা বকতেন; ফুলগাছে হাত দিতে নেই বাবা, সন্ন্যাসীরা বকবে। অমনি আমি হাত সরিয়ে নিতাম।

তারপর পুজোমণ্ডপে ঢুকে বিশাল দুর্গাঠাকুর দেখে তকিয়ে থাকতাম হাঁ করে। বাবাকে হাজারো প্রশ্নে নাজেহাল করে তুলতাম;দুর্গার দশটা হাত কেন, গণেশের চেহারা মানুষের মত হলেও নাকটা হাতির মত কেন, অতবড় ভুঁড়ি নিয়ে গণেশ ওইটুকু ইঁদুরের পিঠে চড়ে কিভাবে যায়, মহিষের পেটের ভিতরে অতবড় অসুরটা ঢুকলই বা কিকরে আর বেরোলই বা কেন, সিংহটা মহিষকে ছেড়ে অসুরটাকে কামড়াচ্ছে কেন, গাছ হয়ে কলাগাছ কিকরে বউ হয়ে কাপড় পরে, ইত্যাদি। বাবা সাধ্যমত আমার কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করতেন। তারপর বাবার সঙ্গে হাত পেতে মহারাজের কাছ থেকে প্রসাদ নিয়ে খেতেখেতে চলে আসতাম বাইরে।

পুজো উপলক্ষ্যে আশ্রমের বাইরে মন্দিরের উত্তরধার থেকে আরম্ভ করে স্কুলমাঠের গা পর্যন্ত রাস্তা স্তার দু'ধারে রকমারি জিনিষের মেলা বসত। কী নেই সেখানে? নানারকম খাবারের দোকান থেকে শুরু করে সস্তার মণিহারি, কাপড়চোপড় আর ঘরগৃহস্থালির জিনিসের দোকান পর্যন্ত। ওদিকে মাঠের দিকটায় আবার বসত নাগরদোলা আর ম্যাজিক দেখানোর তাঁবু। দূর থেকে নাগরদোলার বিশাল চাকা দেখতে পেয়ে বাবার কাছে জিদ ধরতাম চড়ার জন্যে। কিন্তু নাগরদোলাটা যেই না উপরে উঠত অমনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতাম। শেষে দোলাটা এক পাক খেয়ে নীচে নামতেই জোর করে লাফিয়ে নেমে এসে জড়িয়ে ধরতাম বাবাকে।

বেশ খানিকক্ষণ মেলায় ঘুরে রঙীন বেলুন আর প্লাষ্টিকের লম্বা বাঁশি কিনে মনের আনন্দে 'পোঁ' 'পোঁ' করে বাজাতে বাজাতে বাবার হাত ধরে বেরিয়ে আসতাম। শেষে পাঁপড়ভাজা খেতেখেতে আবার উঠে বসতাম বাবার কাঁধে। পশ্চিম আকাশে সুয্যিমামা তখন গেরুয়া কাপড় পরে ধ্যানে বসার তোড়জোড় করছে। পুজোর সময় মা অতিথ-ভিখারি কাউকে ফেরাতেন না। খঞ্জনী বাজিয়ে কৃষ্ণনাম গেয়ে ভিক্ষা করা তারা বোষ্টমী, একতারা বাজিয়ে গান করা নিতাই বাউল, দক্ষিন থেকে এসে পট দেখিয়ে বেড়ানো চৈতন্য পটুয়া, আর গরীব গুর্বো ভিখারি;সবাইকে মা পূজার সময় একটু বেশী করে চাল আর সঙ্গে দুটো টাকা দিতেন।

কিন্তু বছর কয়েক পরে ছবিটা হয়ে গেল উলটো, পুজোর সময় মনটা কেঁদে উঠত একটা নতুন জামার জন্যে। অন্যকে দেওয়া তো দূরে কথা, নিজেদেরই ঠিকমত পোষাক ও দুবেলা খাওয়া জুটত না। সম্পত্তি নিয়ে শরিকি বিবাদের ফলে বাবা তখন কলকাতার সামান্য চাকরি ছেড়ে গ্রামেই থাকেন, আর পরপর কয়েক বছর বন্যার জেরে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমাদের দুবেলা অন্ন জোটাই ভার। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার জন্যে শিক্ষকরা আমাকে খুব ভালবাসতেন, তাদের দয়ায় কোনোরকমে আমার পড়াশোনা চলত। স্কুলের ফি মাফ করে দেওয়া ছাড়াও বইপত্র কিনে দিতেন, এমনকি ছেঁড়া জামাপান্ট পরে স্কুলে যাই দেখে মাঝেমাঝে কিনে দিতেন নতুন জামাও। সেই সময়ের একটা ঘটনার কথা আজও ভুলতে পারিনি।

আমি তখন ক্লাশ সেভেনে পড়ি। সেবছর এত কষ্ট যে বাবা পুজোয় নতুন জামা কিনে দিতে পারেনি। জামাপ্যান্ট ছেঁড়া বলে মন খারাপ করে ঠিক করেছিলাম ঠাকুর দেখতে যাব না। সপ্তমীর দিন পাড়ার বন্ধু সহপাঠী বীরেন ডাকতে না বলে দিয়েছিলাম। পরদিন অষ্টমী, বিকেলে ঘরের দুয়ারে বসে বীজগণিতের অঙ্ক কষছিলাম। হঠাৎ কাউকে আমার নাম ধরে ডাকতে শুনে মুখ তুলে দেখি ক্লাশের সেকেণ্ড বয় অসিত, সঙ্গে বীরেন, মোহন, জয়ন্তী আর মঞ্জু। অসিতের সঙ্গে কমপিটিশনের জন্যে আমার মাঝেমাঝেই দ্বন্দ্ব হয়, আর ক্লাশে দাদাগিরি করা গাঁট্টাগোট্টা মোহন আমার রোগা চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করত বলে তার সঙ্গেও অভিমানে মাঝেমাঝে আড়ি করে দিতাম। অবাক হয়ে গেলাম তাদেরকে হঠাৎ আমাদের কুঁড়েঘরে আসতে দেখে। অসিত বলে উঠল;অষ্টমীর দিনে কী এত পড়া রে? ওঠ আমরা ঠাকুর দেখতে যাব। আমি বাহানা করে বললাম;শরীর ভাল লাগছে না রে, আমি কোথাও যাব না।

মিথ্যা কথা বলবি না তো, ওঠ, নাহলে তুলে নিয়ে যাব। বলে মোহম তার বাহুর পেশী দেখাতে লাগল। জয়ন্তী এগিয়ে এসে বলল; তুই কেন যাবি না আমরা জানি। তাইতো তোর জন্যে এটা নিয়ে এলাম। বলে একটা প্যাকেট আর হাতে দিয়ে বলল; নে, এগুলো ঝটপট পরে তৈরী হয়ে নে।

আমি তো হতভম্ব। এরা আমার জন্যে নতুন জামাপ্যান্ট নিয়ে এসেছে? যারা ক্লাশে আমার সঙ্গে মারামারি করে, খেপায়, তারা আমাকে এতখানি ভালবাসে? বীরেনের মুখে ছেঁড়া জামার জন্যে ঠাকুর দেখতে যাব না শুনে আমার জন্যে নতুন জামাপান্ট নিয়ে এসেছে সকলে?

চোখ দুটো জলে ভরে এল আমার, প্যাকেটটা মুখে চেপে ধরে কেঁদে উঠলাম। মঞ্জু বীরেন সবাই এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বসল। জয়ন্তী চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল;একদম কাঁদবি না পুজোর দিনে। তাড়াতাড়ি উঠে জামাপ্যান্ট পরে আয় তো, দেরী হচ্ছে। চোখ মুছে আমি ঘরের ভিতরে চলে গেলাম নতুন জামাপ্যান্ট পরে তৈরী হতে। তারপর পুজোর বিকেলের রক্তিম আলোয় গা রাঙিয়ে হৈহৈ করে সবাই মিলে চললাম ঠাকুর দেখতে।

কবিতা

প্রতিমা

সিদ্ধার্থ সিংহ

বোধন শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণ
আর কেউ আসবে না
পোটো-খুড়ো ফিরে ফিরে দোরগোড়ার প্রতিমাগুলোর দিকে তাকায়।

যেগুলো চলে গেছে, তাদের নিয়ে এখন জাঁকজমক
আনন্দ-উৎসব
আর এগুলো ফের বছরের জন্য ঢুকে পড়বে গুমোট ঘুপচিতে
কালি ঝুলি মেখে হবে খাক।

বোধন শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণ
আর কেউ আসবে না।

আসেনি কেউই
পেরিয়ে গেছে মেয়ের বয়স
সে এখন এক হাতে সামলায় ঘরের খুঁটিনাটি সব
পুটলি বেঁধে খাবার নিয়ে আসে দু'বেলা।

বুকটা কেমন আনচান করে ওঠে
খুড়ো দেখে — আরেক প্রতিমা কখন নেমেছে মাচান থেকে।

আগমনী ১

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

শিউলি শরৎ জানিয়ে দিয়েছে কবে
শিশির জড়িয়ে কাশের গায়ে লাগে
আসছে বিরাট আবেগ জড়িয়ে ভাবে
মনের ঢাকে দুর্গা আনতে হবে।

আমার দুর্গা পায় না কোনো ভয়
আমার দুর্গা সব কাজে হয় জয়
আমার দুর্গা আসলে আবেগময়
আমার দুর্গা আমারই পরিচয়।

কে যেন কথা বলছিল মনে মনে
অঞ্জলিতে যে কথা মা সব শোনে
জাগছে সবার আলোর বার্তা প্রাণে
ভরছে ভুবন দুর্গার আগমনে।

আগমনী ২

মা আসছে তাই কাশফুলে আজ
এত খুশির খেলা
মা আসছে তাই পেঁজা তুলোয়
ভাসছে মেঘের ভেলা।

মা আসছে তাই দুর্গা অপুর
হাওয়ায় শরৎ ডাক
মা আসছে তাই বাজে বেজায়
পুজোয় মনের ঢাক।

মা আসছে তাই উতল হাওয়া
হৃদয় নদীর পাড়ে
মা আসছে তাই জমছে আসর
সব মনেরই ঘরে।

মা আসছে তাই বৃষ্টি মনে
মিঠে রোদের আলো
মা আসছে তাই সেই খুশিতে
হচ্ছে সবার ভালো।

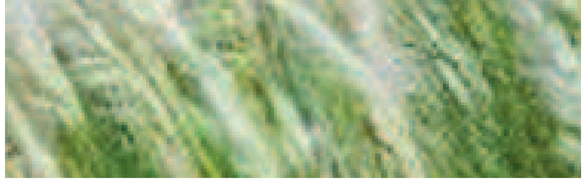

ভুলতে থাকে বাংলার সংস্কৃতিকে উস্কে দিচ্ছে পাথুরিয়াঘাটা ৫ এর পল্লি

শুভাশিস বিশ্বাস

বাংলার বারোমাসে তেরো পার্বণ। আর এই বিভিন্ন ব্রত আর পার্বণের কথাই তুলে ধরার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে বেছে নিয়েছে পাথুরিয়াঘাটা ৫ এর পল্লি। থিমের নামকরণ করা হয়েছে 'ব্রত পার্বণ'। বর্তমানে প্রযুক্তির হাত ধরে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে বাঙালি ভুলেছে নিজের সংস্কৃতিকে। সমাজের নানা বিবর্তনের জেরে শহুরে মানুষের মন থেকে মুছে গেছে বাঙালির নানা ধরনের ব্রত আর পার্বণের কথা। শুধু শহর-ই বা বলি কেন গ্রাম বাংলাতেও হয়েছে পট পরিবর্তন। সেখানেও লেগেছে পুরোদস্তুর আধুনিকতার ছোঁয়া। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে তাঁরাও ভুলতে বসেছেন বঙ্গ সংস্কৃতির খুঁটিনাটি অনেক কিছুই। বিশেষত বর্তমান প্রজন্ম তো এই সব ব্রত বা পার্বণ পালনে মোটেই উৎসাহী নয়। কারণ, এই সব অনুষ্ঠানের পিছনে সময় দেওয়ার সময়ই নেই তাঁদের হাতে। শহরের মানুষের থেকে কোন অংশেই পিছিয়ে পড়তে চায় না তাঁরা। 'ইঁদুর -দৌড়ে'র যুগে এই ব্রত-পার্বণ পালন করা অনেকের কাছেই বিলাসিতা। অথচ এই সব ব্রত আর পার্বণের সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে বঙ্গ সংস্কৃতি। আর এই বঙ্গ সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছেন প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা। যেখানে এখনও সেভাবে নব্য প্রযুক্তি তার থাবা বসাতে পারেনি। সেখানকার মহিলারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা নানা ধরনের ব্রতপাঠ বা পার্বণ এখনও ঘটা করে পালন করেন। আর তাঁদের হাত ধরেই যেন এখনও বেঁচে রয়েছে বাংলার বহু পুরোনো সংস্কৃতি। বঙ্গ সংস্কৃতির এমন এক সাক্ষী হতে হলে আপনাকে আসতেই হবে পাথুরিয়াঘাটা ৫-এর পল্লির মণ্ডপে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প ইতিহাসের গবেষক উপাসনা চট্টোপাধ্যায়ের উপরে ভার পড়েছে মণ্ডপ পরিকল্পনার। শিল্পী জানান, এই মণ্ডপের বিরাটাকার প্রবেশ পথ তৈরি হচ্ছে কাঁচা বাঁশ আর লাল কাপড় দিয়ে। তাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নানা ধরনের নকশা। এই ধরনের নকশা আমরা সাধারণত দেখি গ্রামেই নানা পুজো-পার্বণে। মণ্ডপে প্রবেশ করলে হঠাৎ-ই মনে হবে শহরের কর্মব্যস্ত জীবন থেকে হঠাৎ-ই এসে পড়েছেন কোলাহলহীন গ্রামের নিঃস্তরঙ্গ এক পরিবেশে। সেখানে অনুভব করতে পারবেন শান্ত-স্নিগ্ধ এক স্পর্শ। আর এমনই এক নিঃস্তরঙ্গ গ্রাম্য পরিবেশে ধরা পড়বে উৎসবমুখর বাংলার এক জীবন্ত ছবি। নজরে আসবে একসময় গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে থাকা ঢেঁকি। যা আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে হার মেনে বিলুপ্তির পথে। গ্রামের বাস্তব এক ছবি ফুটিয়ে তুলতে এই ঢেঁকি রাখা থাকছে এক টালির চালের ছাউনি দেওয়া ঘরে। সেখানেই এই ঢেঁকিতে ধান ভাঙানো হবে। এরপর সেই চাল গুঁড়ো করার পাশাপাশি নানা প্রক্রিয়াকরণ হবে চোখের সামনেই। মণ্ডপেই তৈরি হবে নানা স্বাদের পিঠেও। কপাল ভালো থাকলে আপনিও চেখে দেখতে সুযোগ পাবেন, তাও পকেটের টাকা খরচ না করেই। গোটা মণ্ডপের দেওয়াল জুড়ে থাকবে নানা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন লেখা। যার মধ্যে রয়েছে অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি কবিতা, ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য থেকে নেওয়া কিছু অংশ। পাশাপাশি পৌষ পার্বণ, ইতুপুজো, নবান্ন উৎসব সবই নজরে আসবে একই ছাদের তলায়।

এই প্রসঙ্গে শিল্পী উপাসনা চট্টোপাধ্যায় জানান, বছরভর পালিত হওয়া বাংলার নানা পার্বণের কথা তুলে ধরার মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি ঠিক কতটা সমৃদ্ধ, তারই বার্তা দেওয়া হবে বঙ্গ সমাজকে। সঙ্গে থাকছে পিঠে পুলির লাইভ পারফরম্যান্স ও পটের গান। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, এই পার্বণের শুধু ধর্মীয় দিক রয়েছে তা কিন্তু নয়। এই পার্বণকে ঘিরে বঙ্গের মহিলারা এক ছাতার তলায় আসতেন । সেখানে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারতেন সংসারের কথা, সুখ-দুঃখ আর নিজেদের নানা অভিজ্ঞতার কথা। পরবর্তী প্রজন্ম এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দিশা পেতেন সমস্যাকে হেলায় পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে চলার।

গ্রাম্য এই প্রেক্ষাপটে পাথুরিয়াঘাটা ৫-এর পল্লির উদ্যোক্তারা এবং শিল্পী মা দুর্গাকে ঠিক দশপ্রহরণধারিনী হিসেবে তুলে ধরতে চাননি। বরং তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে মা দুর্গারই অপর এক রূপ অন্নপূর্ণারূপে। সেখানে তিনি চাল দান করছেন গ্রামবাসীকে। সমগ্র চিত্রপট যেহেতু গ্রামবাংলা কেন্দ্রিক, সেই কারণে মা দুর্গার বেশভূষাও সেখানকার এক গ্রাম্য নারীর মতোই। পরনে তাঁর বাংলার নিজস্ব নকশা শাড়ি। অস্ত্র নয়, তাঁর বদলে মায়ের হাতে শোভিত হবে ধান।

পুজোর উদ্যোক্তারা এই প্রসঙ্গে জানান, প্রতি বছরই মহিলা কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ ও উপস্থাপনা করা হয় এই পুজো কমিটির তরফ থেকে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর সেই কারণেই বিষয় বাছা হয়েছে পার্বণ, যার সঙ্গে জড়িত থাকেন গ্রাম বাংলার মহিলারাই।

তবে এছাড়াও এবার আরও একটা নজর কাড়া ব্যাপার থাকছে পাথুরিয়াঘাটা ৫-এর পল্লিতে। নিরাপত্তার জন্য থাকছেন মহিলা পুলিশকর্মী এবং বেসরকারি মহিলা নিরাপত্তারক্ষীরা। এর পাশাপাশি থাকবেন ক্লাবেরই সদস্যদের থেকে অপরাজিতা মহিলা বাহিনীও। যাঁরা একটি ক্যাম্প গড়বেন পুজো প্রাঙ্গনেই। সেখানেই তাঁরা পালা করে 'ডিউটি' করবেন। কোনও মহিলা দর্শক অসুস্থ হলে তাঁকে সাহায্য করবেন বাহিনীর সদস্যরা। অন্য দিকে কোনও মহিলা যে কোনও কারণে অস্বস্তিতে পড়লে তাঁকেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে বাহিনী।